প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কী?

গবেষণা সিরিজ-৩৩

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
F.R.C.S (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
সাবেক বিভাগীয় প্রধান, সার্জারী বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭, ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭
E-mail: qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For online order: www. shop.qrfbd.org

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মে ২০১২
তৃতীয় প্রকাশ : আগষ্ট ২০১৯

কম্পিউটার কম্পোজ
QRF

মূল্য: ৭০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মিডিয়া প্লাস
কাটাবন ঢাল, ঢাকা

ক্রম.	সূচীপত্র	পৃষ্ঠা
১	আলোচ্য বিষয়ের সার সংক্ষেপ	০৫
২	চিকিৎসক হয়েও কেনো এ বিষয়ে কলম ধরলাম	০৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)	২৩
৫	মূল বিষয়	২৪
৬	কিয়াস, ইজমা ও ফিকাহগ্রন্থের সংজ্ঞা	২৪
৭	ফিকাহশাস্ত্রের উৎপত্তির সময়কাল	২৫
৮	ফিকাহগ্রন্থ প্রনয়ণ করা সিদ্ধ ও প্রয়োজনীয় ছিল কিনা	২৬
৯	ফিকাহশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ	৩১
১০	প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্রে ইসলামের জ্ঞান থাকা ব্যক্তিদের যে সকল স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে	৩৩
১১	চারজন বিখ্যাত ফিকাহগ্রন্থ প্রনয়ণকারীর জীবনকাল ও তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহ ▪ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ▪ ইমাম মালিক (রহ.) ▪ ইমাম শাফিঈ (রহ.) ▪ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)	৩৫
১২	ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ (Edition) বের করার বিষয়ে বর্তমান অবস্থা	৩৭
১৩	প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ (Edition) বের করা ইসলাম সিদ্ধ হবে কিনা	৩৭
১৪	ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা সিদ্ধ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে মণীষীদের বক্তব্য	৪৮
১৫	প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ (Edition) বের না হওয়ার কারণ	৫০
১৬	শত্রুদের ষড়যন্ত্রের স্তরসমূহ	৬৫
১৭	নির্ভুলতার দৃষ্টিকোন থেকে প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থে উপস্থিত থাকা তথ্যসমূহের শ্রেণীবিভাগ	৭০
১৮	প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করার গুরুত্ব	৭৩
১৯	শেষ কথা	৭৫

আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ইসলামী জ্ঞানের এক বিশেষ মাধ্যম হলো ফিকাহগ্রন্থ। এটি একটি ব্যবহারিক গ্রন্থ হওয়ায় মুসলিম বিশ্বের ইসলামী শিক্ষালয়সমূহে অর্থাৎ মাদ্রাসা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং মুসলিম সমাজে এ গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে ফিকাহ গ্রন্থগুলো রচিত হওয়ার পর আজপর্যন্ত কোনো প্রকৃত সংস্করণ বের হয়নি। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১০০০-১২০০ বছর পূর্বের মানব রচিত ব্যবহারিক গ্রন্থ বর্তমান যুগেও ইসলামী শিক্ষালয়গুলোতে হুবহু পড়ানো হয়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িত সাধারণ শিক্ষার সকল ব্যবহারিক গ্রন্থ, বিশেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সাইন্স ইত্যাদি গ্রন্থের নতুন সংস্করণ কয়েক বছর পর পর বের করা হয়। কিন্তু ফিকাহগ্রন্থের বেলায় এই স্বাভাবিক নিয়মটি পূর্বে অনুসরণ করা হয়নি এবং বর্তমানে অনুসরন করা হচ্ছে না। কেন এটি করা হয়নি এবং এতে জাতির যে ক্ষতি হচ্ছে তা তুলে ধরা এবং বিষয়টিতে মুসলিম জাতির করণীয় বিষয়ে দৃষ্টিপাত করাই আলোচ্য লেখার উদ্দেশ্য। এ পুস্তিকাটি উল্লিখিত বিষয়ে মুসলিম জাতির ঘুম ভাঙ্গাতে সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও কেনো এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেনো এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেনো কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিলো। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড় বড় বই পড়ে বড় চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবখানি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মাজীদ পড়ে ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্যে যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম

ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো-

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ۙ أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, তা যারা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরেনা, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেননা (তাদের ছোটখাট গুনাহও মাফ করবেননা), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থ কিছু পাওয়া। ছোট ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড় ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড় কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন- তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোট ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করেনা বা মানুষকে জানায়না, তারা যেনো তাদের পেট আগুন দিয়ে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবেনা। অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবেনা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেননা। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতখানি আমার মনে পড়লো-

كِتٰبٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

অনুবাদ: এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেনো কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা (না বলা) অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দূরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রাসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন- মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবেনা (বলা বন্ধ করবেনা) বা ঘুরিয়ে বলবেনা।

কুরআনের অন্য জায়গায় (আল-গাশিয়াহ/৮৮:২২, আন-নিসা/ ৪:৮০) আল্লাহ রাসূল (স.)কে বলেছেন- পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবেনা। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবেনা, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখনিতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলোনা। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস,

বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (সিহাহ সিত্তার প্রায় সব হাদীসসহ আরো অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বইটি লেখা আরম্ভ করি ১৫. ০৮. ২০১১ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআনিআ (কুরআন নিয়ে আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেনো এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেনো আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান
১৫. ০৮. ২০১১ খ্রি.

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক।

ক. আল কুরআন

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বিষয় ও কিছু আনুসঙ্গিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেনো ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়), অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) এবং কিছু অমৌলিক বিষয়।

এটা আল্লাহ এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেনো তাদের জীবন পরিচালনার মূল বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিলো যে, রাসূল মুহাম্মদ (স.) এর পর আর কোনো নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রাসূল (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক

বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো, সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন-'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা।'

(গোলাম আহমাদ বাররী, তারীখে তাফসীর, পৃষ্ঠা- ১৩৮)

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেনো অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ (হাদীস)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রাসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রাসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দ্বারা যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায় তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয়না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। কখনও বিরোধী হবেনা। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন সূরা আল হাক্কাহ এর ৪৪-৪৭ নং আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ.

অনুবাদ: আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অত:পর অবশ্যই আমরা

তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অত:পর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতে।

(আল হাক্কাহ/৬৯: ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। কিন্তু তা মূল বিষয়ের বিরোধী নয়। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসকে যেন দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে না দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. **Common sense**

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense-**এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেনো' নামক পুস্তিকাটিতে। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি দিক সম্পর্কিত বাস্তবতা, কুরআন ও হাদীসের কিছু তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো। তথ্যগুলো পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের জানা ও মানা দরকার।

বাস্তবতা

মানুষের জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের জন্য কোনটি উপকারী (সঠিক) এবং কোনটি ক্ষতিকর (ভুল বা রোগসৃষ্টিকারী) তা পার্থক্য করতে পারা এবং উপকারী জিনিস শরীরে ঢুকতে দেয়া ও ক্ষতিকর জিনিস ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্হা (Immunological System) নামের মহাকল্যাণকর এক দারোয়ান আল্লাহ সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। মানুষের জীবন শান্তিময় হওয়ার জন্য সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও ভুল জ্ঞান ঢোকা প্রতিরোধ করতে পারার বিষয়টিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্হা নামের মহাকল্যাণকর এক দারোয়ান সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই সহজে বলা যায়, সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান

পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও ভুল জ্ঞান ঢোকা প্রতিরোধ করতে পারার জন্য কোনো একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান জন্মগতভাবে সকল মানুষকে মহান আল্লাহর দেয়ার কথা। বাস্তবে আল্লাহ তা'য়ালা সকল মানুষকে তা দিয়েছেন। সে দারোয়ান হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

কুরআন

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ؕ

অনুবাদ: কসম মনের (অন্তর/Mind) এবং তাঁর যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অত:পর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক), (পার্থক্য করার শক্তি)। অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে) অবদমিত করবে।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭, ৮)

ব্যাখ্যা: ভুল ও সঠিক পার্থক্য করার শক্তি হলো 'জ্ঞানের শক্তি'। মহান আল্লাহ মানুষকে জন্মগতভাবে দু'টি শক্তি দিয়েছেন-জীবনী শক্তি ও জ্ঞানের শক্তি। জীবনী শক্তি দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ফুঁক', যা তিনি জানিয়েছেন সূরা হিজরের ২৯ নং আয়াতে-

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ.

অনুবাদ: যখন আমি তাকে বিন্যস্ত করবো এবং আমার রূহ থেকে কিছু তাকে ফুঁকে দেবো তখন তোমরা তাঁর প্রতি সিজদাবনত হবে।

(হিজর/১৫: ২৯)

অন্যদিকে মানুষকে জ্ঞানের শক্তি দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ইলহাম'। যা তিনি জানিয়েছেন সূরা শামসের ৭ ও ৮ নং আয়াতের মধ্যে।

তাই, সূরা শামসের ৮নং আয়াতখানিতে মহান আল্লাহ বলেছেন- তিনি জন্মগত-ভাবে 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞানের শক্তি দিয়েছেন। জন্মগতভাবে লাভ করা এই জ্ঞানের শক্তিকে বোধশক্তি, বিবেক, Common sense, আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান বা **عقل** বলে। এ কথাটি যে সত্য, তা আমরা সকলেই অনুভব করি।

অন্যদিকে, সূরা শামসের ৯ ও ১০ নং আয়াত থেকে জানা যায় জন্মগতভাবে লাভ করা এই শক্তিটি উৎকর্ষিত বা অবদমিত হতে পারে। তাই Common

sense এর তথ্য সঠিক ও ভুল উভয়টি হতে পারে। তাই Common sense এর তথ্য অপ্রমাণিত (সাধারণ)।

হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ 'مُسْنَدِهِ 'حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ صَاحِبَ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: جِئْتُ إِلَى رَسُولِ ﷺ أَسْأَلُهُ عَنِ الْبِرّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرّ، وَالْإِثْمِ. فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ مَا جِئْتُكَ أَسْأَلُكَ عَنْ غَيْرِهِ، فَقَالَ: الْبِرُّ مَا انْشَرَحَ لَهُ صَدْرُكَ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ عَنْهُ النَّاسُ.

অনুবাদ: ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.), আবূ আবদুল্লাহ আস-সুলামী (রা.)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবদুর রহমান বিন মাহদী থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন- আবূ আবদুল্লাহ আস-সুলামী (রা.) বলেন, আমি রসূল (স.)-এর সাহাবী ওয়াবেসাকে (রা.) বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, আমি রসূল (স.)-এর নিকট নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আসলাম। তখন রসূল (স.) বললেন, তুমি কি নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? তখন আমি বললাম: আপনাকে যিনি সত্যসহ নবী হিসেবে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তার শপথ করে বলছি, আমি এটি ভিন্ন অন্য কিছু জিজ্ঞেস করতে আসিনি। তখন রসূল (স.) বললেন, নেকী হল সেটি যা দ্বারা তোমার ছদর স্বস্তি/প্রশান্তি লাভ করে। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার ছদরে সন্দেহ/সংশয়/অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও মানুষ তোমাকে সে বিষয়ে ফতোয়া দেয়।

- মুসনাদে আহমাদ, আবূ আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০১২ খ্রি.) مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ (সিরিয়ান সাহাবীদের হাদীস) حَدِيثُ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْأَسَدِيِّ نَزَلَ الرَّقَّةَ (ওয়াবেসা বিন মা'বাদ আল-আসাদী-এর হাদীস), ১০ম খণ্ড, হাদীস নং ১৭৯২২, পৃ. ৫৬৩।

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিসহ অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি শক্তি আছে যা বুঝতে পারে কোনোটি সঠিক ও কোনোটি ভুল।

মানুষের মনের ঐ শক্তিকে বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান বলে।

হাদীসখানির শেষে 'যদিও মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়' কথাটির মাধ্যমে রাসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যত বড় মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেনো।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ 'مُسْنَدِهِ 'حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟

অনুবাদ: ইমাম আহমদ (রহ.), আবু হুরায়রা (রা.)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল আলা থেকে শুনে তাঁর হাদিস গ্রন্থে লিখেছেন- আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে। অনুরূপ ইসলামের ফিতরাতে ভূমিষ্ট সন্তানকে মা-বাবা তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবন ধারায় প্রবাহিত করে ভ্রান্তধর্মী বানিয়ে ফেলে)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানি থেকে জানা যায় যে, শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবে Common sense পরিবর্তীত হয়ে যায়। অর্থাৎ ইসলামের বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবে Common sense অবদমিত হয়। আর ইসলামের সম্পূরক শিক্ষা ও অনুকূল পরিবেশের প্রভাবে Common sense উৎকর্ষিত হয়।

- মুসনাদে আহমাদ, আবূ আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০১২ খ্রি.) مُسْنَدُ الْمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ (সিরিয়ান সাহাবীদের হাদিস) مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ওয়াবেসা বিন মা'বাদ আল-আসাদী'র হাদিস), ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৭১৮১, পৃ. ৪২৪।

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিসহ আরো হাদীস থেকে জানা যায়, মা-বাবা তথা শিক্ষা ও পরিবেশ মানব শিশুকে ইসলামী প্রকৃতি থেকে সরিয়ে ইহুদী, ঈসায়ী বা মজুসী তথা অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী বানিয়ে দেয়। অর্থাৎ শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense অবদমিত বা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই সে অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী হয়ে যায়।

তাই, কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেই জানি-পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা Common sense পরিবর্তিত হয়। আর তাই Common sense বিরোধী কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে কুরআন ও প্রয়োজন হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। আবার Common sense সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগে কুরআন ও প্রয়োজন হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

Common sense এর গুরুত্ব

Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করার গুরুত্ব কি পরিমাণ তা মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

তথ্য - ১

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা: যারা Common sense –কে যথাযথভাবে কাজে লাগায় না তাদেরকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো- একটি হিংস্র জীব ২-৪ জনের বেশী মানুষের ক্ষতি করতে পারেনা। মানুষ সেটিকে মেরে ফেলে। কিন্তু Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো একজন মানুষ (Non-sense মানুষ) লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষতি করতে পারে।

তথ্য - ২

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ: আর যারা Common sense কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন (ভুল চেপে বসে)।

(ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করে তবে

আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী তাদের ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য - ৩

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ.

অনুবাদ: তারা আরো বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। কারণ, Common sense কে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে যথাযথভাবে ব্যবহার করলে তারা জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে পারতো। আর সহজেই বুঝতে পারতো যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর সকল কথা Common sense সম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারতো এবং তাদের জাহান্নামে যেতে হতো না। আয়াতখানি থেকে তাই বুঝা যায়, কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা জাহান্নামে যাওয়ার একটা কারণ হবে।

তাই, **Common sense**-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি সাধারণ (অপ্রমাণিত) উৎস হিসেবে নেয়া হয়েছে। তবে Common sense ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে-

ক. Common sense বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা অধঃপতিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে Common sense উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-সুন্নাহর কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয়না

গ. মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী কুরআন এর কোনো বক্তব্য যদি বুঝা না যায় তবুও তাকে সত্য বলে নি:সন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোনো কোনো আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে নাও আসতে পারে। আর এ কারণেই আল্লাহ Common sense এর ব্যবহার এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করাকে কোনো বিশেষ কালের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করে দেননি। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে

আশা করি-

১. অল্প সময়ে রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (স.) মে'রাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন- দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (VIDEO recording) এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'কাজ দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব ছিলো না। তাই পুরাতন তাফসীরগুলোতে এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা (রেকর্ডিং কর্মচারী) দিয়ে ভিডিও রেকর্ডের মত রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্ক (Computer disk) বা তার চেয়েও উন্নত কোনো পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রাখছেন। শেষ বিচারের দিন এ রেকর্ড তথ্য-প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের মোফাসসিরগণের পক্ষে তার সঠিক তাফসীর করা সম্ভব হয়নি। আর এর কারণ হলো বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তর পর্যন্ত না পৌঁছানো। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া এবং উৎকর্ষিত হওয়ার কারণে পরের যুগের যোগ্য মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহ অধিক ভালো বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারার বিষয়টি রাসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ البخاري رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحرِ قَالَ ..... أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ

قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ .....

অনুবাদ: *ইমাম বুখারী (রহ.), আবু বাকরা (রা.) এর বলা বর্ণনা, সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ থেকে শুনে তাঁর হাদীসগ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ বাকরা (রা.) বলেন, কুরবানীর দিন নবী (স.) আমাদের খুত্‌বা দিলেন এবং বললেনঃ ... ... সাবধান! আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছায়েছি (রিসালাতের বাণী)? তারা (সাহাবীগণ) বললেন, হ্যাঁ। (অত:পর) তিনি বললেন- হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। অত:পর উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ বক্তব্য পৌঁছে দেয়। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে যার নিকট পৌঁছানো হয় সে শ্রোতা অপেক্ষা অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হয় ... ...।

- সহীহুল বুখারী, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (আল-কাহিরাহ: মাকতাবাতুস্ সফা, ২০১৩ খ্রি.),كِتَابُ الحَجِّ (হজ্জ অধ্যায়), بَابُ الخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى (মিনা দিবসে খুৎবা প্রদান পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ১৭৪১, পৃ. ২০৮।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نِصْفَ النَّهَارِ، قُلْنَا: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ يَسْأَلُهُ عَنْهُ، فَقُمْنَا فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ ﷺ يَقُولُ: نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.

অনুবাদ: ইমাম তিরমিযী (রহ.), যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) -এর বলা বর্ণনা, সনদের ৭ম ব্যক্তি মাহমূদ বিন গাইলান থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন- সনদের ২য় ব্যক্তি আবান ইবনু ওসমান (রহ) বলেন, কোনো একদিন যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) ঠিক দুপুরের সময় মারওয়ানের নিকট হতে বেরিয়ে আসলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, সম্ভবতঃ কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্যই এ সময়ে মারওয়ান তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমরা উঠে গিয়ে তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ,

তিনি আমার কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা আমি রসূলুল্লাহ (স.) -এর নিকট শুনেছি। আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি- আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দ- উজ্জ্বল করুন, যে আমার একটি কথা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনেছে, তারপর তা স্মরন রেখেছে, অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয়।

- সুনানুত তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ আত-তিরমিযী (মিসর: দারুল মাওয়াদ্দাহ, ২০১৩ খ্রি.), أَبْوَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (রসূলুল্লাহ স. থেকে জ্ঞান অধ্যায়), بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ (শ্রুত জ্ঞান প্রচারে অনুপ্রেরণা দেয়া পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৬৫৬, পৃ. ৪৭১।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয়না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি উপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেনো? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। তাহলে দেখা যায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense এর ন্যায় বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ

... ...

অনুবাদ: শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা: দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো- প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে যা বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক বা কুরআন ও সুন্নাহ-এ উল্লেখ নেই এমন বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর অন্য তথ্য এবং Common sense- এর আলোকে ইসলামের যে কোনো যুগের একজন জ্ঞানী ব্যক্তির গবেষণার ফলকে 'কিয়াস' বলে। আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া অথবা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে 'ইজমা' (Concensus) বলে। তাই সহজে বুঝা যায়- কিয়াস বা ইজমা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস নয়। কিয়াস ও ইজমা হলো আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি (কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense) ব্যবহার করে একটি বিষয়ে যে কোনো যুগের জ্ঞানী ব্যক্তির একক বা সামষ্টিক গবেষণার ফল। গবেষণার ফল কখনো উৎস হতে পারেনা। গবেষণার ফল হবে সূত্র বা রিফারেন্স। তাই কিয়াস ও ইজমা উৎস হবেনা। কিয়াস ও ইজমা হবে সূত্র বা রিফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যে কোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াস করার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের নীতিমালাটি (প্রবাহচিত্র) মহান আল্লাহ সার সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং এবং সূরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭নং আয়াতসহ আরো আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রাসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন, সুন্নাহ ও **Common sense** ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)' নামক বইটিতে। প্রবাহ চিত্রটি এখানে উপস্থাপন করা হলো-

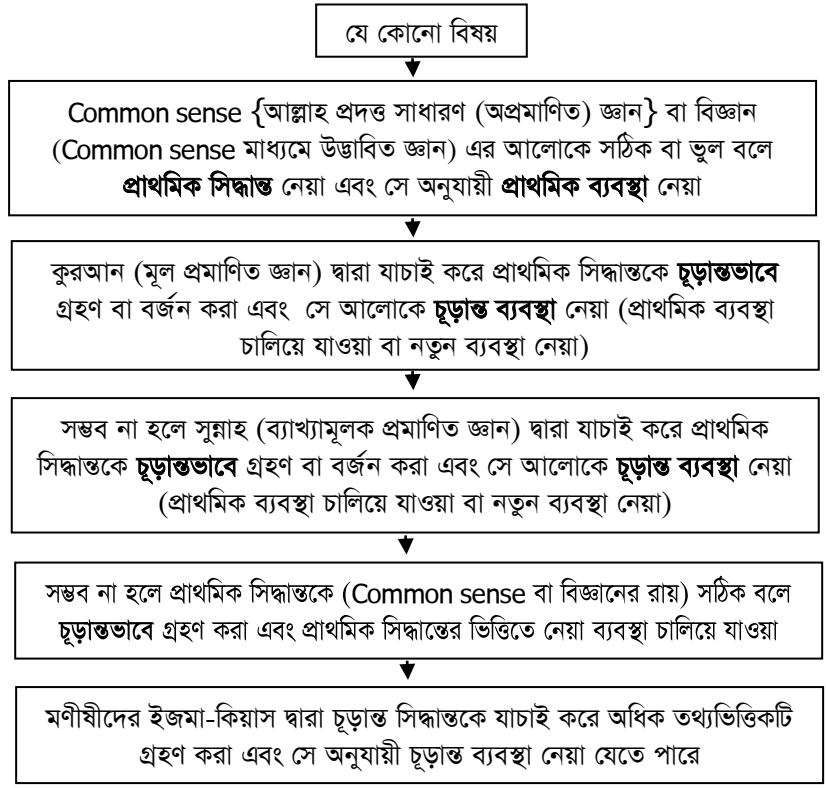

মূল বিষয়

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ইসলামী জ্ঞানের এক বিশেষ মাধ্যম হলো ফিকাহগ্রন্থ। এটি একটি ব্যবহারিক গ্রন্থ। মুসলিম বিশ্বের ইসলামী শিক্ষালয়সমূহে (মাদ্রাসা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়) এবং মুসলিম সমাজে এ গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে রচিত হওয়ার পর ফিকাহ গ্রন্থগুলোর কোনো প্রকৃত সংস্করণ বের হয়নি। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১০০০-১২০০ বছর পূর্বের মানব রচিত ব্যবহারিক গ্রন্থ বর্তমান যুগেও ইসলামী শিক্ষালয়গুলোতে হুবহু পড়ানো হয়। সাধারণ শিক্ষার সকল ব্যবহারিক গ্রন্থ, বিশেষ করে যেগুলো মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িত (চিকিৎসা বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সাইন্স ইত্যাদি), কয়েক বছর পর পর সংস্করণ বের করা হয়। কিন্তু ফিকাহগ্রন্থের বেলায় এই স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি বা হচ্ছে না। কেন এটি হয়নি এবং এতে জাতির কল্যাণ হচ্ছে না মহা অকল্যাণ হচ্ছে, বিষয়টিতে মুসলিম জাতির করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করাই আলোচ্য লেখার উদ্দেশ্য। এ পুস্তিকা, উল্লিখিত বিষয়ে জাতির ঘুম ভাঙ্গাতে সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ।

কিয়াস, ইজমা ও ফিকাহ গ্রন্থের সংজ্ঞা

কিয়াসের সংজ্ঞা

কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক বা কুরআন-সুন্নায় নেই এমন বিষয়ে, কুরআন ও সুন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে, একজন বিচক্ষণ/ হিকমাহধারী/ফকীহ/মণীষী ব্যক্তির (কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞাণিক উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনীর ভিত্তিতে জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস Common sense/আকল/বিবেক উৎকর্ষিত হওয়া ব্যক্তি) উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে করা গবেষনার ফল।

ইজমার সংজ্ঞা

কোন বিষয়ে সকল বিচক্ষণ/হিকমাহধারী/ফকীহ ব্যক্তির কিয়াসের ফলাফল এক হলে বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলে ঐকমত পোষণ করলে তাকে ইজমা বলে।

ফিকাহগ্রন্থের সংজ্ঞা

বিচক্ষণ/হিকমাহধারী/ফকীহ ব্যক্তিদের কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত ধারণকারী গ্রন্হকে ফিকাহগ্রন্হ বলে।

কিয়াস, ইজমা ও ফিকাহগ্রন্থের উল্লিখিত সংজ্ঞা বিভিন্ন মণীষী ও গ্রন্থকার বলেছেন/লিখেছেন এভাবে-

১. হাফিজ ইবনুল কাইয়িম: 'তবে একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, কুরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য অর্থের মধ্যে স্পষ্ট কোন সমাধার না পেলেই কেবল গবেষণা সিদ্ধ হবে; অন্যথায় নয়।

(ইলামুল মুওয়াককে ঈন, বৈরুত, ২য় খন্ড, পৃ : ২৭৯-২৯৩)

২. ইমাম মালিক (রহ.): "মূল আইন হতে ইল্লাতের (ব্যাখ্যা) মাধ্যমে গৃহীত যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্তকে বলা হয় কিয়াস।"

৩. ইমাম আবু হানীফা (রহ.): "কিয়াস হল আইনের বিস্তৃতি। মূল আইন যখন সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট না হয়, তখন মূল আইন থেকে ইল্লাতের (ব্যাখ্যা) মাধ্যমে নতুন বিধি আহরণ করতে হয়। আর তখন যে আইনের সম্প্রসারণ হয় তাই কিয়াস।"

৪. হাফিজ ইবনুল কাইয়িম: ইবনুল কাইয়িমের ভাষায় যে অবস্থায় মৃত ভক্ষণ সিদ্ধ হয় (অর্থাৎ কোন উপায় না থাকলে যেমন মৃত ভক্ষণ করা সিদ্ধ হয়) সে অবস্থায়ই শুধু কিয়াস ও ইজমা সিদ্ধ।

(ইলামুল মুওয়াককে ঈন, বৈরুত, ২য় খন্ড, পৃ-২৮৪)

৫. আল্লামা সয়ূতী: কুরআন ও হাদিস থেকে বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানকে 'ফিকহ' বলে।

(মুসলিম ব্যক্তিগত আইন, পৃষ্ঠা নং ১১)

ফিকাহশাস্ত্রের উৎপত্তির সময়কাল

১. রাসূল (স.) এর সময়কাল

রাসূল (স.) কুরআনে উল্লেখ থাকা বিষয়ের যে ব্যাখ্যা করেছেন বা সাহাবায়েকিরাম যে ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেছেন সেটিকে ফিকাহ বা ফিকহী বিষয় বলা যাবে না। সেটি সুন্নাহ।

রাসূল (স.)-এর যুগে লেখা একটি প্রসিদ্ধ কিতাব হলো কিতাবুস সাদাকাত (জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা-২৩১)। অন্য আরেকটি কিতাব যা রাসূল (স.) লিখিয়েছিলেন আমর ইবনু হাজমের জন্য যখন তিনি নাজরানের গভর্নর ছিলেন। যার মধ্যে ফারায়েজ, যাকাত, দিয়াত ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত ছিল। (ইবনু হাজার আসকালানী, কিতাবুল ইসাবাতু ফি তাময়িজিস সাহাবা, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩২)। এ সকল কিতাব লেখা হতো খেজুরের পাতা, চামড়া বা হাড়ের উপর।

২. সাহাবায়েকিরামের সময়কাল

ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তারের কারণে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই রাসূল (স.)-এর ইন্তেকালের পর, প্রয়োজনের তাগিদে, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সাহাবীগণ কিতাব লিখেছিলেন। অতএব ঐ সময়ই হবে ফিকাহ শাস্ত্রের উৎপত্তির সময়কাল। ঐ কিতাবকে পরবর্তীকালের ফকীহ আলেমগণ মেনে নেন। যায়েদ বিন সাবিত (রা.) এ ধরণের লেখকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর গ্রন্থের নাম ফারায়েজ, যা ইমাম বায়হাকী তাঁর কিতাব আসসুনানে বাবুল খাস বিল মিরাছ শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। তবে সাহাবায়েকিরাম এর সময় ফিকাহশাস্ত্র প্রনয়ণের কাজ ছিল অত্যন্ত সীমিত। তাই সাহাবায়েকিরাম প্রায় সকল ক্ষেত্রে, সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাঁদের জীবন পরিচালিত করতেন।

৩. তাবেয়ীগনের যুগ

তাবেয়ীগণ কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে গবেষণার ধারা অব্যাহত রাখেন। শিহাব জুহুরী মদীনায় এবং হাসান বসরী বসরায় এ কাজ করেন। (জার্নাল, ই.বি, ৮ম খন্ড, পৃ-১০৫)। প্রকৃত অর্থে এ যুগেই তথা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক হতে ইসলামী ফিকাহ সম্পাদনার কাজ নিয়মতান্ত্রিকভাবে শুরু হয়।

ফিকাহগ্রন্থ প্রনয়ণ করা সিদ্ধ ও প্রয়োজনীয় ছিল কিনা

Common sense

কুরআন হলো মানুষের জীবনের প্রত্যেক দিকের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক (মূল), অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) এবং দু-একটি অমৌলকি বিষয় ধারণকারী মূল গ্রন্থ (Text book)। বাস্তবে মূলগ্রন্থে সকল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা থাকে না। কুরআনে তাই মানুষের জীবনের বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ থাকলেও সবগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা নেই। অন্যদিকে কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই, মহান আল্লাহ তাঁর তিনকালের (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত) জ্ঞানের আলোকে কুরআনের অনেক বক্তব্যে এমন শব্দ (Key words) ব্যবহার করেছেন যার অনেকগুলো অর্থ হয়। ঐ শব্দগুলোর একটি অর্থ এক যুগে এবং অন্য একটি অর্থ অন্য যুগের জন্য যথাযথ হবে। আর যথাযথ যুগের অর্থটি ব্যবহার করতে পারলে শব্দগুলো ধারণকারী আয়াত থেকে ঐ যুগের জন্য প্রযোজ্য তথ্য বের হয়ে আসবে।

রাসূল মুহাম্মাদ (স.) হলেন আল্লাহ তা'য়ালার নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী। তিনিও কুরআনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন যেখানে সকল যুগের মানুষ তাদের যুগোপযোগী তথ্য পাবে। তাছাড়া

কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটি কাজের বিধি-বিধান সরাসরি না বলে, যেভাবে তিনি কাজটি করেছেন সেভাবে তা করতে বলেছেন। যেমন- ওজু, গোসল, সালাত, হাজ্জ ইত্যাদি আমলের নিয়ম-কানুনগুলো (আরকান-আহকাম) সরাসরি না বলে তিনি বলেছেন 'আমাকে যেভাবে আমলটি করতে দেখছো সেভাবে তোমরা তা করো'। বিষয়টি একটি হাদীসে এভাবে এসেছে-

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا، فَقَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، **وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي**، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

অনুবাদ: ইমাম বুখারী আবূ সুলাইমান মালিক ইবনু হুওয়ায়রিস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুসাদ্দাদ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ আল বুখারী' গ্রন্থে লিখেছেন- আবূ সুলাইমান মালিক ইবনু হুওয়ায়রিস (রাঃ) বলেনঃ আমরা কয়জন নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর দরবারে আসলাম। তখন আমরা ছিলাম প্রায় সমবয়সী যুবক। বিশ দিন তাঁর কাছে আমরা থাকলাম। তিনি বুঝতে পারলেন, আমরা আমাদের পরিবারের নিকট প্রত্যাবর্তন করার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েছি। যাদের আমরা বাড়িতে রেখে এসেছি তাদের ব্যাপারে তিনি আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন। আমরা তা তাঁকে জানালাম। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয় ও দয়ার্দ্র। তাই তিনি বললেনঃ তোমরা তোমাদের পরিজনের নিকট ফিরে যাও। তাদের (কুরআন) শিক্ষা দাও, (সৎ কাজের) আদেশ কর এবং **যেভাবে আমাকে সলাত আদায় করতে দেখছো ঠিক তেমনভাবে সলাত আদায় কর।** সলাতের ওয়াক্ত হলে, তোমাদের একজন আযান দেবে এবং যে তোমাদের মধ্যে বড় সে ইমামাত করবে।

- সহীহুল বুখারী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, كِتَابُ الأَدَبِ (আচার-ব্যবহার অধ্যায়), بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالبَهَائِمِ (মানুষ ও জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৬০০৮, পৃ. ৭২৬।

তাই, ইসলাম পুরোপুরিভাবে জানার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর অনেক তথ্যের ব্যাখ্যা বা বিস্তারিত বিধি-বিধান বের করার প্রয়োজন হয়। স্বাভাবিকভাবে

কুরআন ও সুন্নাহে যে তথ্যগুলো প্রত্যক্ষ ও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ আছে সে তথ্যের ব্যাপারে এই ব্যাখ্যা নিষিদ্ধ। কারণ আল্লাহ ও রাসূল (স.) যে কথা প্রত্যক্ষ বা সুনির্দিষ্ট করে বলেছেন সে কথার ব্যাখ্যা করে অন্যভাবে বলার সুযোগ নেই। যে তথ্যগুলো পরোক্ষ, একাধিক ব্যাপক অর্থবোধক বা কুরআন-সুন্নাহে নেই সে তথ্যগুলোর ব্যাপারেই এ ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

অন্যদিকে মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে এসে দেখা যায় যে, মানব জীবনের কিছু বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন বা সুন্নাহে কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য নেই। যেমন- কর্নিয়া প্রতিস্থাপন (Cornea transplantation), কিডনি প্রতিস্থাপন (Kidney transplantation),লিভার প্রতিস্থাপন (Liver transplantation), রক্তদান ইত্যাদি। তাই এ বিষয়গুলোর ব্যাপারেও ইসলামের বিধি-বিধান কি হবে তা বের করা ও মানুষকে জানানোও প্রয়োজন। অর্থনীতি, সমাজনীতি, ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদি বিষয়েও যতদিন যাচ্ছে ততো নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই, গবেষণার মাধ্যমে ঐ সকল বিষয়ের ইসলামী সমাধান বের করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন হলো এ ব্যাখ্যা বা এ বিধি-বিধান বের করতে হবে কোনো উৎসের তথ্যের তথ্যের ভিত্তিতে? সহজেই বলা যায়-এ কাজ করতে হবে ইসলাম জানা বা বুঝার জন্য মহান আল্লাহ যে উৎসগুলো দিয়েছেন তার আলোকে। মাধ্যম তিনটি হলো কুরআন (আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান), সুন্নাহ (আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি কুরআনের ব্যাখ্যা) ও Common sense (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান, বোধশক্তি, عَقْلٌ বা বিবেক)। অর্থাৎ ঐ ব্যাখ্যা ও বিধি-বিধান বের করতে হবে কুরআন ও সুন্নাহর তথ্যের আলোকে Common sense ব্যবহার করে।

কোনো যুগের সকল মানুষের Common sense একরকম হয় না। এটি একটি চিরসত্য তথ্য। জন্মগত (Hereditary) ও পারিপার্শ্বিক (শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদি) কারণে মানুষের Common sense উৎকর্ষিত হয়, আবার অবদমিতও হয়। Common sense উৎকর্ষিত হওয়া ব্যক্তিকে বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে। স্বাভাবিকভাবে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের মধ্যেও এ গুণের তারতম্য আছে। এ তারতম্যের কারণে কুরআন ও সুন্নাহর যে বিষয়গুলো পরোক্ষ, একাধিক (ব্যাপক) অর্থবোধক বা যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহে উল্লেখ নেই, সেগুলো সকল মানুষ যথাযথ ব্যাখ্যা করতে বা সেগুলোর বিষয়ে সকল মানুষ যথাযথ রায় দিতে পারবে না। যে যত বেশি বিচক্ষণ হবে তার ব্যাখ্যা বা রায় ততো অধিক নির্ভুল ও কল্যাণকর হবে। তাই, Common sense অনুযায়ী মানব সভ্যতার কল্যাণের জন্য বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা করা এবং তা লিপিবদ্ধ আকারে প্রকাশ করা শুধু প্রয়োজনই নয়, এটি বিচক্ষণ ব্যক্তিদের দায়ীত্বও বটে।

এই বিচক্ষণ ব্যক্তিদের আরবীতে ফকীহ বলে। আর **ফকীহগণ কর্তৃক প্রনয়ণ করা গ্রন্থকে ফিকাহ বা ফিকাহগ্রন্থ বলে।**

♣♣ ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায়- ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- ফিকাহগ্রন্থ প্রনয়ণ করা ছিল সময়ে দাবী এবং তা মুসলিম জাতির জন্য অতীব প্রয়োজনীও ছিল।

আল কুরআন

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

অর্থ: অতএব তোমাদের যদি জানা না থাকে তবে যারা (আল্লাহর) কিতাবের জ্ঞানী তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করো।

(নাহল/১৬ : ৪৩; আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্য: এখানে সরাসরিভাবে যারা আল্লাহর কিতাবের কোনো বিষয় জানেনা বা কম জানে তাদেরকে যারা আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানী তথা ফকীহ তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে বলা হয়েছে। তাই, এ আয়াতের ভিত্তিতে সহজ বলা যায়- যে বিষয় কুরআন ও সুন্নায় পরোক্ষ, একাধিক বা ব্যাপক অর্থবোধকভাবে উল্লেখিত আছে অথবা যে বিষয় কুরআন-সুন্নায় নেই, সে বিষয়ে ফকীহদের মতামত ধারণকারীগ্রন্থ তথা ফিকাহগ্রন্থ প্রণয়ন করা ইসলাম সিদ্ধ এবং প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল।

♣♣ ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলাম প্রদত্ত নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী- কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই, এপর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- ফকীহদের মতামত ধারণকারীগ্রন্থ তথা ফিকাহশাস্ত্র প্রণয়ন করা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময় উপযোগী একটি কাজ।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إِبْنِ حَنْبَلُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ كِتَابِهِ 'الْمُسْنَدُ' حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ (مُحَمَّد)، عَنْ جَدِّهِ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ)، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَدَارَءُونَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللَّهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ، .فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ

অর্থ: ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.), আবদুল্লাহ বিন আমর বিন 'আস (রা.)-এরবর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুর রাজ্জাক থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন- আবদুল্লাহ বিন আমর বিন 'আস (রা.) বলেন- রসূল (স.) একবার কিছু লোককে কোনো একটি বিষয়ে মতবিরোধ করতে দেখলেন। তখন রসূল (স.) বললেন-বললেন-এই মতবিরোধের কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। তারা আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অংশ দ্বারা আরেকটি অংশকে বাতিল করেছিলো।অথচ আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অংশ অপর অংশের পরিপূরক। সুতরাং তোমরা কিতাবের একটি অংশকে আরেকটি অংশ দ্বারা বাতিল করো না। **আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে তোমাদের যা বুঝে আসে তা তোমরা বলো আর আল্লাহ্‌র কিতাবের যা তোমাদের বুঝে আসে না সে সম্পর্কে যিনি বুঝেন তার (মণীষী/বিশেষজ্ঞ) ওপর সেটি ছেড়ে দাও।**

- মুসনাদে আহমাদ, (কায়রো: দারুলহাদীস, ২০১২খ্রি.), مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا(মুসনাদেআবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস), পঞ্চম খণ্ড, হাদীসনং ৬৭৪১, পৃ. ১৭০।

ব্যাখ্যা: হাদীসখানির বোল্ড করা অংশের মাধ্যমে রাসূল (স.) সরাসরিভাবে, আল্লাহর কিতাবের কোনো বিষয় কেউ বুঝতে না পারলে যারা ফকীহ (বিশেষ জ্ঞানী) তাদের উপর সেটি ছেড়ে দিতে বলেছেন। অর্থাৎ সে ব্যাপারে ফকীহদের মতামত জেনে ও মেনে নিতে বলেছেন। তাই, হাদীসখানির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়- যে বিষয় কুরআন ও সুন্নায় পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক বা ব্যাপকভাবে উল্লেখিত আছে অথবা যে বিষয় কুরআন-সুন্নায় নেই, সে বিষয়ের ব্যাপারে

ফকীহদের মতামত ধারণকারী গ্রন্থ তথা ফিকাহশাস্ত্র প্রণয়ন করা ছিল অতীব প্রয়োজনীয় একটি কাজ।

ফিকাহগ্রন্থ প্রনয়ণের সিদ্ধতা ও প্রয়োজনীতার বিষয়ে মণীষীদের বক্তব্য

১. "ফিকহ হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর জীবন; ফিকহ ব্যতীত এই উম্মতের জীবন বেঁচে থাকতে পারে না। (আল্লামা শামী)

ফিকাহশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক হতে প্রকৃতভাবে ফিকাহ সম্পাদনার কাজ নিয়মতান্ত্রিকভাবে শুরু হয়। সেসময় হতে আজ পর্যন্ত ফিকাহশাস্ত্র সম্পাদনার ধারাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়-

প্রথম যুগ

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক হতে শুরু করে তৃতীয় শতাব্দীর শেষ সময় পর্যন্ত এ যুগের অর্ন্তভুক্ত। এসময় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইসলামী ফিকাহ সম্পাদনার কাজ আরম্ভ করেন এবং তাঁর জীবদ্দশায়ই তা সম্পন্ন করে যান। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এরপরে অন্যান্য ফকীহগণও তাঁদের নিজ নিজ ফিকাহ সম্পাদনা ও সে বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তাই এ যুগকে ফিকাহ সম্পাদনা বা ইজতিহাদের (গবেষণার) যুগ বলা হয়।

এ যুগের কিছু বৈশিষ্ট্য

- কয়েকজন ফকীহর ফিকাহ গ্রন্থ এ যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করে
- চার মাযহাবের ফিকাহ এ যুগে সম্পাদিত হয়
- ইজতিহাদের দ্বার যদিও এ যুগে খোলা ছিল তবুও জনসাধারণ দলে দলে কোনো না কোনো মাযহাবের অনুসারী হতে থাকে
- আলিমগণ ইজতিহাদ করা, গ্রন্থ রচনা এবং ইজতিহাদী মাসআলা সমূহের ব্যাখ্যা দিতে থাকেন
- উসূলে ফিকাহ এ যুগে সম্পাদিত হয়।

দ্বিতীয় যুগ

এ যুগ হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম হতে শুরু করে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে (আব্বাসীয়দের পতন পর্যন্ত) শেষ হয়েছে।

এ যুগের কিছু বৈশিষ্ট্য

- এ যুগে সাধারণভাবে তাকলীদের (অন্ধ অনুসরণ) প্রচলন হয়
- সাধারণ লোকের ন্যায় আলিম সম্প্রদায়ও কোনো না কোনো মাযহাবের অনুসরণ শুরু করে দেন
- সাধারণভাবে ইজতিহাদ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়
- মাসয়ালা বের করা পর্যন্ত ইজতিহাদের সীমা নির্ধারিত হয়
- আলিম সমাজের মধ্য হতে যিনি যে মাযহাবের অনুসারী হয়েছিলেন তিনি সে মাযহাবের উপর বড় বড় গ্রন্থ রচনা করতে থাকেন
- চার মাযহাবের যে কোনো একটিকে তাকলীদ করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাড়ায়।

তৃতীয় যুগ

হিজরী সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত এ যুগ চলছে।

এ যুগের কিছু বৈশিষ্ট্য

এযুগে ইজতিহাদ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। মাসআলা সমূহের ব্যাখ্যা ও অনুশীলনেরও আর প্রয়োজন হয় না। এ যুগেও ফিকাহর বহু গ্রন্থ রচিত হয়। তবে এগুলো প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের কিতাবসমূহের টিকা, ব্যাখ্যা বা সংক্ষিপ্ত আকার মাত্র। এযুগে ইজতিহাদ একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে বিভিন্ন সূত্রে যে কথা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে আসছে তা হলো-

সূত্র-১

৪র্থ ও ৫ম যুগের (হিজরী সপ্তম শতকের পূর্বের) ফকীহগণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র বা ইসলামী আইনশাস্ত্র তৈরী করে গিয়েছেন যাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান রয়েছে। অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ হলো জ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা। হ্যাঁ, যদি এমন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের উপলক্ষ সে যুগের কিতাব সমূহে নেই তবে অবশ্যই ইজতিহাদ (গবেষণা) করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দ্বার চিরকালই খোলা আছে এবং থাকবে। এতে কারো কোনো মতভেদ নেই।

(ফিকহে হানাফির ইতিহাস ও দর্শন, স্মরণিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ,জুন ২০০৪,পৃষ্ঠা-৭৯, প্রকাশক ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান)

ব্যাখ্যা: এ বক্তব্যের শিক্ষা হলো- ৪র্থ ও ৫ম যুগের (হিজরী সপ্তম শতকের পূর্বের) মণীষীগণ গবেষণা করে যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে গিয়েছেন সে সকল বিষয়ে আর গবেষণা করা যাবে না/করার প্রয়োজন নেই।

সূত্র-২

১ম ও ২য় যুগের মুজতাহিদগণ (গবেষকগণ) এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন যাহাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যারই সমাধান রহিয়াছে। ... ... অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ জ্ঞাত বিষয়কে জানার চেষ্টা করিয়া সময় ও শক্তির অপচয় ব্যতীত অন্যকিছু হইবে না।

(হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুন:মুদ্রণ, মে ২০০৫ খ্রি., পৃষ্ঠা-৫২, কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)

প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্রে ইসলামের জ্ঞান থাকা ব্যক্তিদের যে সকল স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে

প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্রে ইসলাম জানা ব্যক্তিদের তাদের জ্ঞানের মাত্রার ভিত্তিতে সাতটি স্তর বা শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। একে তাবকাত ই ফুকাহা বলে। তাবকার সাথে যুগের কোনো সামঞ্জস্য নেই। সে সাতটি স্তর নিম্নরূপ-

স্তর-১

এ স্তরের ফুকাহাই সর্বোচ্চ স্তরের ফুকাহা। তাদেরকে মুজতাহিদে মুতলাক বা মুজতাহিদ ফিদ দ্বীন ইত্যাদি খিতাবে ভূষিত করা হয়। চার ইমাম অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এ শ্রেণির অর্ন্তভুক্ত। তারা কারও মুকাল্লিদ (অনুসরণকারী) নন বরং সকলে তাদের মুকাল্লিদ (অনুসরণকারী)।

স্তর-২

এ স্তরের ফুকাহাদেরকে মুজতাহিদ ফিল মাযহাব বলা হয়। যেমন হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু ইউছুফ (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার ও তাদের সমসাময়িকগণ। তারা যদিও কোনো শাখা প্রশাখাতে ইমাম আবু হানিফার সাথে মত বিরোধ করেছেন, কিন্তু মূলনীতিতে ইমাম আজমকে (ইমাম আবু হানিফা রহ.) অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন।

স্তর-৩

এ স্তরের ফুকাহাদেরকে মুজতাহিদ ফিল মাসায়িল বলা হয়। যেমন ইমাম আবু বকর যাচ্ছাস, ইমাম ত্বাহাবী, আবুল হাসান কারখী, সারাখসী, হালওয়ায়ী, ফখরুদ্দীন কাযীখান এবং আরও অনেকে এ শ্রেণির অর্ন্তভুক্ত।

স্তর-৪

এ স্তরের ফুকাহাদেরকে আসহাবে তাখরীজ (Deduction) বলা হয়। যেমন আবু বকর খাচ্ছাফ রাজী, আবুল হাসান কুদরি প্রমুখ। মূলত: তাদের ইজতিহাদের

দক্ষতা ছিল না। তবে তারা মাযহাবের ইমামের নির্ধারিত মূলনীতিতে পূর্ণ দক্ষ ছিলেন।

স্তর-৫

এ স্তরের ফুকাহাদেরকে আসহাবে তারজীহ বলা হয়। যেমন হেদায়া গ্রন্থ প্রণেতা বুরহানুদ্দীন মিরগিনানী ও তাদের সমকক্ষগণ এ শ্রেণির অর্ন্তভুক্ত। তারা রেওয়াতের যুক্তি ও কিয়াস দ্বারা এক হুকুমকে অন্য হুকুমের ওপর বা এক রেওয়ায়েতকে অন্য রেওয়ায়েতের ওপর প্রাধান্য দিতে সক্ষম ছিলেন।

স্তর-৬

এ স্তরের ফুকাহাদেরকে আসহাবে তামিয বলা হয়। তারা উত্তম, মধ্যম, অধম, প্রকাশ্য মাযহাব, প্রকাশ্য রেওয়ায়েত ও বিরল রেওয়ায়েত সমূহের মধ্যে পার্থক্য করতে পারতেন। কাঞ্জুদ দাকায়েক গ্রন্থ প্রণেতা, মুখতাসার প্রণেতা, মাজমা প্রণেতাও তাদের সমকক্ষগণ এ শ্রেণির অর্ন্তভুক্ত। তাদের কিতাবে শুধু ঐসব মতবাদ ও মাসয়ালা লিপিবদ্ধ করেছেন যা পূর্ববর্তী আলেমগণ সঠিক বলে মতামত দিয়েছেন।

স্তর-৭

এ স্তরে রয়েছেন আলিমগণ। এ স্তরের আলিমগণের ব্যাপারে প্রচার পাওয়া কথা হলো-'এ স্তরের আলিমগণের মাসয়ালার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা নেই। ভালো মন্দের মধ্যে তফাৎ করার মত যোগ্যতা তাদের নেই। তারা শুধু মাসয়ালা শিক্ষা করে থাকেন। ফতোয়া দেয়া তাদের জন্য জায়েজ নেই। তারা শুধু ইতিহাসের মত মাসয়ালা বর্ণনা করতে পারবেন। আর যদি কোনো আলিম কুরআন হাদিস থেকে সমস্যার সমাধান খুজে বের করে আমল করতে পারেন, তার জন্য তাকলীদ (অন্ধঅনুসরণ) প্রয়োজন নেই। তবে তাদের সংখ্যা বিরল। যেমন- ইমাম বুখারী, আওযায়ী, সাওরী, আলবানী, শাইখ বিন বাজ ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ।

(হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুনঃমুদ্রণ, মে, ২০০৫ খ্রি. পৃষ্ঠা-৫২ এবং মুসলিম ব্যক্তিগত আইন, পৃ-২৩)

চারজন বিখ্যাত ফিকাহগ্রন্থ প্রনয়ণকারীর জীবনকাল ও তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহ

ক. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

জীবনকাল : ৮০-১৫০হিজরী

রচিত গ্রন্থসমূহ

১. কিতাবুল আসার

- হাসান বিন যিয়াদ(রহ.) বলেন- ইমামআবু হানীফা (রহ.) চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে বাছাই করে "কিতাবুল আসার" নামক গ্রন্থটি সংকলন করেন।

(আল খাইরাতুল হিসান-২১১)

- শায়েখ আবুল ওয়াফা (রহ.) বলেন -রাসূল (স.(এর হাদীস ও আসারে সাহাবাকে বিভিন্ন অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করে সর্ব প্রথম কিতাব হলো ইমাম আযম (রহ.) রচিত "কিতাবুল আসার"।

(ইলমুল মুসলিমীন-৫/২৯১)

২. মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)
এ কিতাবটি বর্তমানে পৃথিবী বিখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এর তাহকীকসহ পাওয়া যায়।

৩. আল ফিক্বহুল আকবার
এ গ্রন্থটিও মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এর ব্যাখ্যাসহ মার্কেটে পাওয়া যায়। এছাড়াও

৪. রিসালাতু আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম

৫. রিসালাতু ইলা উসমান আল বাত্তী

৬. কিতাবু আর রাদ্দু আলাল ক্বাদরিয়া

৭. আল ইলমু শারকান ও গারবান ওয়া বাদান ওয়া কারবান

৮. জামি সগীর

৯. জামি কাবীর

১০. মাবসূত

১১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)এর মাযহাবের লিখিত অন্যান্য গ্রন্থ

- মুখতাসারুল কুদূরী: লেখক- আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আবুল হাসান আল-কুদূরী
- কানযুদ দাকায়িক: লেখক- আবুল বারাকাত আন-নাসাফী
- হিদায়া: লেখক- আ'লী বিন আবূ বকর আল-ফারগানী আল-মিরগিনানী
- শামী: লেখক- ইবনে আবেদীন শামী।

খ. ইমাম মালিক (রহ.)

জীবনকাল : ৯৩-১৭৯হিজরী

রচিত গ্রন্থসমূহ

১. মুওয়াত্ত্বা

এটা সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, সহীহুল বুখারী সঙ্কলনের পূর্বে মুওয়াত্ত্বাই সর্ববিশুদ্ধ গ্রন্থ ছিলো। ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) বলেন : "কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ- আল-কর'আনের পরই সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্ত হলো ইমাম মালিক (রহ.)-এর 'মুওয়াত্ত্বা'(তারতীবুল মাদরিক, ১/১৯১-১৯৬ পৃ:, আত তামহীদ, ১/৭৬-৭৯ পৃষ্ঠা)

২. আল মুদাওওয়ানাতুল কুবরা।

গ. ইমাম শাফেয়ী (রহ.)

জীবনকাল : ১৫০-২০৪হিজরী

রচিত গ্রন্থসমূহ

১. আর রিসালাহ

২. কিতাবুল উম্ম

৩. ইমাম শাফেয়ী (রহ.)এর মাযহাবের লিখিত অন্যান্য গ্রন্থ

- নিহায়াতুল মাতলাব ফি দিরায়াতিল মাযহাব
- মিনহাজুত তালিবীন ওয়া উমদাতুল মুফতীন।

ঘ. ইমাম আহমাদ (রহ.)

জীবনকাল : ১৬৪-২৪১হিজরী

রচিত গ্রন্থসমূহ

১. হাদীস গ্রন্থ ''আল মুসনাদ'' (হাদীস সংখ্যা চল্লিশ হাজার)

২. আয যুহদ

৩. ফাযায়িলুস সাহাবাহ

৪. আল ঈলাল ওয়া মারিফাতির রিজাল

৫. আল ওয়ার

৬. কিতাবুস সালাত

৭. কিতাবুস সুন্নাহ, ইত্যাদি।

ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ (Edition)বের করার বিষয়ে

বর্তমান অবস্থা

উপরে উল্লিখিত তথ্য থেকে সহজে বুঝা যায়- হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক হতে শুরু করে তৃতীয় শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বর্তমান মুসলিম সমাজে উপস্থিত থাকা ফিকাহশাস্ত্রের মূল গ্রন্থগুলো রচিত হয়। এরপর ঐ গ্রন্থ সমূহের ব্যাখ্যাকারী অনেক গ্রন্থ বের হয়েছে কিন্তু মূলতথ্য ধারণকারী গ্রন্থগুলোর কোনো প্রকৃত সংস্করণ বের হয়নি। অর্থাৎ প্রায় ১০০০ (এক হাজার) বছর পূর্বের মণীষীগণের, কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন ও সুন্নায় নেই এমন বিষয়ের গবেষণার মূল ফলাফলগুলোকে, বর্তমানে সারা বিশ্বের ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয়, হুবহু পড়ানো হয়।

প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ (Edition) বের করা ইসলাম সিদ্ধ হবে কিনা

Common sense

কয়েক বছরের ব্যবধানে পৃথিবীর মানব রচিত সকল ব্যবহারিক গ্রন্থের নতুন সংস্করণ বের হয়। ঐ নতুন সংস্করণে পূর্বের সংস্করণের অনেক বিষয় অপরিবর্তিত থাকে। কিছু বিষয় যথাযথ না হওয়ায় বাদ যায়। আর নতুন আবিষ্কৃত হওয়া কিছু বিষয় যোগ হয়। মানুষের জীবনের সাথে যে গ্রন্থগুলো অতি ঘনিষ্টভাবে জড়িত (চিকিৎসা বিদ্যা) সেগুলোর ব্যাপারে এটি অবধারিত। প্রয়োজনীয়, যৌক্তিক এবং কল্যাণকর বলেই এটি করা হয়।

প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থসমূহ আল্লাহ তা'য়ালা, রাসূল (স.) বা সাহাবাগণ রচনা করেননি। রচনা করেছেন সাহাবায়েকিরামের পরের স্তরের মানুষেরা। আর এটি মানুষের জীবনের সাথে অতীব ঘনিষ্টভাবে জড়িত। তাই, উল্লিখিত উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায় ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করা প্রয়োজনীয়, যৌক্তিক ও কল্যাণকর।

♣♣ ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায়- ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- ফিকাহশাস্ত্রের সংস্করণ বের করা ইসলাম সিদ্ধ।

আল কুরআন

তথ্য-১

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: বলো, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি কখনও সমান হতে পারে?
(আয-যুমার/৩৯ : ৯)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানিতে মানুষকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে যে তথ্যটা জানিয়ে দেয়া হয়েছে তা হলো- যাদের জ্ঞান বেশী আর যাদের জ্ঞান কম তারা কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা করাসহ কোনো দিক দিয়ে সমান হতে পারে না। দিন যতো যাচ্ছে মানব সভ্যতার জ্ঞান ততো বাড়ছে। তাই এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়- সভ্যতার জ্ঞানের উৎকর্ষতার কারণে, অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মানুষদের তুলনায় পরবর্তী মানুষেরা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য অধিক ভালো অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করতে পারবে। তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়- পরবর্তীদের দ্বারা পূর্ববর্বতীদের প্রণয়ন করা ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা ইসলাম সিদ্ধ।

তথ্য-২

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.

অর্থ: যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার (কুরআন) দিকে ও রাসূলের (সুন্নাহ) দিকে আসো; তারা বলে, আমাদের পূর্বপুরুষদের যার উপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট; তাদের পূর্বপুরুষগণ কোনো বিষয়ে (সঠিক) জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং (ফলস্বরূপ ঐ ব্যাপারে) সঠিক পথপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলেও (তারা কি তাদের অনুসরণ করবে)?

(আল-মায়েদা/৫ : ১০৪)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতখানি রাসূল (স.)-এর যুগের কাফির-মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলা হলেও এর শিক্ষা সার্বজনীন। অর্থাৎ এর শিক্ষা সকল যুগের সকল ধর্মবিশ্বাসের (অমুসলিম ও মুসলিম) মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

আয়াতখানি থেকে জানা যায় তৎকালিন কাফির-মুশরিকদের কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে বলা হলে তারা বলতো- 'আমাদের পূর্বপুরুষদের যার উপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট'। আয়াতখানির ২য় অংশে কাফির-মুশরিকদের ঐ কথার পরিপেক্ষিতে আল্লাহর দেয়া বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। সে বক্তব্য হলো- 'তাদের পূর্বপুরুষগণ কোনো বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ না করে

থাকলে এবং ফলস্বরূপ ঐ ব্যাপারে সঠিক পথপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলেও তারা কি তাদের অনুসরণ করবে'?

বাস্তবে দেখা যায়, বর্তমান যুগের মুসলিমদের কুরআন ও সুন্নাহর যুগের জ্ঞানের আলোকে করা সরাসরি বক্তব্যের দিকে ফিরে আসতে বললে প্রায় একই ধরনের কথা বলেন। সে কথা হলো- পূর্বের মণীষীগণ (আকাবির) কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও ব্যাখ্যা করে যে সিদ্ধান্ত তাদের রচিত ফিকাহশাস্ত্রে লিখে রেখে গেছেন তার বাইরের কোনো অর্থ ও ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করবো না। আর এর কারণ হিসেবে তারা বলেন, তারা অনেক জ্ঞানী ছিলেন। তাহলে দেখা যায় কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে বললে তৎকালিন কাফির-মুশরিকরা যে কথা বলতো বর্তমান যুগের মুসলিমরা প্রায় সে ধরনের কথাই বলেন। তাই এ আয়াতের শিক্ষা বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্যেও প্রযোজ্য হবে।

আয়াতখানি থেকে কাফির-মুশরিকদের জন্য শিক্ষা: কুরআন ও সুন্নাহ (বর্তমান হাদীসশাস্ত্রের হাদীস নয়)-এর বক্তব্য নির্ভুল। তাই নির্ভুল উৎস থেকে জ্ঞান অর্জন না করার কারণে তাদের পূর্বপুরুষগণ জীবন সম্পর্কিত অনেক বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে নেই। এজন্যে তাদের সব কথা নির্ভুল মনে করে মেনে নেয়া সঠিক হবে না। বরং ঐ সব বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর কথা মেনে নেয়া সঠিক হবে।

আর আয়াতখানি থেকে বর্তমানের মুসলিমদের জন্য শিক্ষা: কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানব সভ্যতার জ্ঞান প্রয়োজনীয় স্তর পর্যন্ত না পৌঁছালে কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বক্তব্য মানুষের বুঝে নাও আসতে পারে। এ জন্য সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে পূর্বের মণীষীগণের কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বিষয় বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে। তাই, কুরআন ও সুন্নাহর সকল বিষয়ে তাদের বুঝ, ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে মেনে নেয়া সঠিক হবে না। বরং ঐ সকল বিষয়ে যোগ্য মানুষদের যুগের জ্ঞানের আলোকে করা অর্থ ও ব্যাখ্যা গ্রহণ করা সঠিক হবে।

তাই, এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়- সভ্যতার জ্ঞানের উৎকর্ষতার কারণে, অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মানুষদের তুলনায় পরবর্তী মানুষেরা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য অধিক ভালো বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে। তাই, এ আয়াতের আলোকেও বলা যায়- পরবর্তীদের দ্বারা পূর্ববর্তীদের প্রণয়ন করা ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা ইসলাম সিদ্ধ।

তথ্য-৩

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ .

অনুবাদ: যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ করো; তখন তারা বলে, আমাদের পূর্ব-পুরুষদের যে রীতি-নীতির উপর পেয়েছি আমরা বরং তারই অনুসরণ করবো। তাদের পূর্ব-পুরুষেরা Common sense ব্যবহার করে বুঝতে না পারার দরুণ সঠিক পথ না পেয়ে থাকলেও (কি তারা তাদের অনুসরণ করবে)?

(আল-বাকারাহ/২ : ১৭০)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতখানিও তৎকালিন কাফির-মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে কিন্তু ২নং তথ্যের আয়াতখানির ন্যায় এর শিক্ষাও সার্বজনীন।

আয়াতখানি থেকে জানা যায় কাফির-মুশরিকদের কুরআনকে অনুসরণ করতে বলা হলে তারা যা বলতো সেটি অব্যবহিত পূর্বের আয়াতখানির বক্তব্যের অনুরূপ। সে বক্তব্য হলো- 'আমাদের পূর্বপুরুষদের যে রীতি-নীতির উপর পেয়েছি আমরা বরং তারই অনুসরণ করবো'।

আয়াতখানির ২য় অংশে কাফির-মুশরিকদের ঐ কথার পরিপেক্ষিতে আল্লাহর দেয়া বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। এ বক্তব্যটি ও অব্যবহিত পূর্বের আয়াতখানির বক্তব্যের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে, ঐ আয়াতখানির বক্তব্যের 'তাদের পূর্বপুরুষগণ কোনো বিষয়ে (সঠিক) জ্ঞান লাভ না করে থাকলে' কথাটির স্থানে এ আয়াতে 'তাদের পূর্ব-পুরুষেরা Common sense ব্যবহার করে বুঝতে না পারার দরুণ'' কথাটি বলা হয়েছে। তাই অব্যবহিত পূর্বের আয়াতখানির ন্যায় এ আয়াতের শিক্ষাও সকল যুগের কাফির-মুশরিক ও বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্যেও প্রযোজ্য হবে।

আয়াতখানি থেকে কাফির-মুশরিকদের জন্য শিক্ষা: মানুষের জ্ঞান যতো বাড়ে তার Common sense ততো উৎকর্ষিত হয়। আর Common sense যতো উৎকর্ষিত হয় তার রায়ও ততো সঠিক হবে। আবার ভুল শিক্ষা ও পরিবেশে Common sense অবদমিত হয়। অন্যদিকে কুরআনের বক্তব্য হলো নির্ভুল এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। আর কয়েকটি অতীন্দ্রীয় (মুতাশাবিহ) বিষয় বাদে কুরআনের সকল বক্তব্য Common sense সম্মত। তাই এ আয়াত থেকে কাফির-মুশরিকদের জন্য শিক্ষা হলো- সভ্যতার জ্ঞান কম থাকায় পূর্বপুরুষদের Common sense বর্তমান যুগের মানুষের আকলের ন্যায় উৎকর্ষিত ছিল না। তাই, জীবন সম্পর্কিত অনেক বিষয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের ধারণা সঠিক ছিল না।

বর্তমান সভ্যতার জ্ঞানের আলোকে উৎকর্ষিত হওয়া Common sense দিয়ে পর্যালোচনা করলে তারা সহজেই দেখতে পাবে যে, কয়েকটি অতীন্দ্রীয় বিষয় বাদে কুরআনের সকল বক্তব্য Common sense সম্মত। তাই তাদের উচিৎ হবে পূর্বপুরুষদের হুবহু অনুসরণ না করে কুরআনকে হুবহু অনুসরণ করা।

আয়াতখানি থেকে বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্য শিক্ষা: সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার জন্য Common sense উৎকর্ষিত না হওয়ায় পূর্বপুরুষগণের (আকাবির) কুরআনের কিছু বিষয় বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে ভুল হতে পারে। আর তাই কুরআন ও সুন্নাহর সকল বিষয়ে তাদের বুঝ, ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে গ্রহণ ও অনুসরণ করা সঠিক হবে না।

তাই, এ আয়াতের আলোকেও সহজে বলা যায়- সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে, অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মানুষদের তুলনায় পরবর্তী মানুষেরা কুরআনের বক্তব্য অধিক ভালো বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে। আর তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়- পরবর্তীদের দ্বারা পূর্ববর্বতীদের প্রণয়ন করা ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা ইসলাম সিদ্ধ।

তথ্য-৪

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অর্থ: তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা Common sense-এর) অধিকারী হতে পারতো যার মাধ্যমে (কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতে পারতো যা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর সঠিকভাবে বুঝার মতো) শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির প্রথম অংশে বলা হয়েছে- মানুষ দেশ ভ্রমণ করলে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বুঝার মতো Common sense এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারে। এর কারণ হলো- পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় বা উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common

sense-এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ পড়ে বা শুনে সহজে বুঝতে পারে। বর্তমানে জ্ঞান অর্জনের উপায় হিসেবে ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে-

- বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি) বই পড়া
- Geographic channel দেখা
- Discovery দেখা ইত্যাদি

আয়াতখানির দ্বিতীয় অংশে মহান আল্লাহ প্রথম অংশে বলা বিষয়টি ঘটার কারণ বলে দিয়েছেন। সে কারণ হলো- মানুষের মনে তথা মনে থাকা Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে- What mind does not know eye will not see. আর এ বিষয়ের বাস্তব উদাহরণ হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের চিরসত্য শিক্ষা- রোগের লক্ষণ (Symtoms & Sign) আগে মাথায় না থাকলে রুগী দেখে সঠিক রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা যায় না।

কুরআন ও সুন্নাহর বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই, মানব সভ্যতার জ্ঞান যতো বৃদ্ধি পাবে কুরআন ও সুন্নাহ বুঝা ও ব্যাখ্যা করা ততো সহজ হবে। তাই, এ আয়াতের আলোকেও বলা যায়- পরবর্তীদের দ্বারা পূর্ববর্তীদের প্রণয়ন করা ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা ইসলাম সিদ্ধ।

তথ্য-৫.১

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.

অর্থ: তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা পড়ে গিয়েছে?

(মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪)

তথ্য-৫.২

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ .

অর্থ: তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না?

(নিসা/৪ : ৮২)

তথ্য-৫.৩

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

অনুবাদ: তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বলো- এ দু'টির

মধ্যে রয়েছে অনেক ক্ষতি ও মানুষের জন্য কিছু উপকারিতা এবং তাদের ক্ষতি অনেক বেশি- উপকারিতার চেয়ে; আর তারা তোমাকে আরও জিজ্ঞাসা করে যে, তারা আল্লাহর পথে কী ব্যয় করবে? বলে দাও, (প্রয়োজনের) অতিরিক্ত যা থাকে; এভাবে আল্লাহ আয়াতের মাধ্যমে (কোনো জিনিসের মূল তথ্য) তোমাদের নিকট স্পষ্ট করে তুলে ধরেন যাতে তোমরা (তার সকল কল্যাণকর ও ক্ষতিকর দিক বের করা এবং তার মাধ্যমে মানব সভ্যতার কল্যাণ সাধনের জন্য) গবেষণা করতে পারো।

(বাকারা/২: ২১৯)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে মদ ও জুয়ার অপকারিতা ও উপকারিতা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন- মদ ও জুয়ায় রয়েছে অনেক অপকারিতা এবং কিছু উপকারিতা। তিনি আরো বলেছেন, মদ ও জুয়ার খারাপ দিকটা ভালো দিকের থেকে অনেক বেশি। তারপর তিনি বলেছেন, আল কুরআনের এসব বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে। কারণ, তা করলে মানুষ জানতে পারবে, ঐ সব অপকারিতা ও উপকারিতা কী কী এবং তাতে মানব সভ্যতা উপকৃত হবে।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: এ ধরনের বেশ কয়েকটি স্থানে মহান আল্লাহ মানুষকে কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন বা চিন্তা-গবেষণা না করার জন্যে কঠোরভাবে তিরস্কার করেছেন। ঐ সকল বক্তব্যে তিনি কোনো বিশেষ যুগের মানুষকে নির্দিষ্ট করেননি। অর্থাৎ আল্লাহ, সকল যুগের মানুষকে কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য বলেছেন। এর কারণ হলো- কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই, মানব সভ্যতার জ্ঞান যতো বৃদ্ধি পাবে কুরআন বুঝা ও ব্যাখ্যা করা ততো সহজ হবে। এ তথ্যটা অন্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা যেভাবে জানিয়ে দিয়েছেন-

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ

অর্থ: শীঘ্রই আমরা দিগন্ত এবং তাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) তাদেরকে দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা: দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততোদূর। আর সূরা আলে ইমরানের ৭নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন অতীন্দ্রীয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা তিনি ছাড়া কেউ জানে না।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততোদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে আল্লাহর তৈরী

করে রাখা বিভিন্ন বিষয় গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

তাই, কুরআনের আয়াত নিয়ে গবেষণা করতে বলা আয়াতসমূহের দৃষ্টিকোন থেকেও প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা শুধু সিদ্ধই নয় মহাকল্যণকরও বটে।

♣♣ ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী- কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। পুর্বেই আমরা জেনেছি যে, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- পরবর্তীদের দ্বারা পূর্ববর্তীদের প্রণয়ন করা ফিকাহশাস্ত্রের সংস্করণ বের করা ইসলাম সিদ্ধ। উপরে উল্লিখিত কুরআনের আয়াতগুলো ঐ প্রাথমিক রায়কে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, এ পর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- পরবর্তীদের দ্বারা পূর্ববর্তীদের প্রণয়ন করা ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা ইসলাম সিদ্ধ।

ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الإِمَام البُخَارِى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'صَحِيْحَه' حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلَى قَالَ

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

অনুবাদ: ইমাম বুখারী (রহ.), আবূ বকর (রা.)-এর বলা বর্ননা, সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ থেকে শুনে তাঁর হাদীসগ্রন্থে লিখেছেন- আবূ বকর (রা.) বলেন, কুরবানীর দিন নবী (স.) আমাদের খুত্‌বা দিলেন এবং বললেন- তোমরা কি জান আজ কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) সবচেয়ে বেশি জানেন। নবী (স.) নীরব হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম সম্ভবতঃ নবী (স.) এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন- এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন- এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.)-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমরা মনে করতে লাগলাম , হয়ত তিনি এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন- এ কি যিলহজ্জের মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। অতপর তিনি বললেনঃ এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.)-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। আল্লাহর রাসূল (স.) নীরব হয়ে গেলেন। ফলে আমরা ভাবতে লাগলাম , হয়ত তিনি এর নাম বদলিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন- এ কি সম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই। তোমাদের জান এবং তোমাদের মাল তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তোমাদের জন্য এমন সম্মানিত যেমন সম্মান রয়েছে তোমাদের এ দিনের, তোমাদের এ মাসের এবং তোমাদের এ শহরের। নবী (স.) সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন- শোন! আমি কি পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবীরা বললেন, হ্যাঁ (হে আল্লাহর রসূল)। তিনি বললেন- হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন! অতপর তিনি বললেন- **উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতদের নিকট (আমার দাওয়াত) পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।** তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

- সহীহ আল-বুখারী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (আল-কাহিরাহ: মাকতাবাতুস্ সফা, ২০১৩ খ্রি.), كِتَابُ الحَجِّ (ঈমান

অধ্যায়), بَابُ الخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى (দ্বীন সহজ পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ১৭৪১, পৃ. ২০৮।

ব্যাখ্যা: রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দাওয়াত হলো কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য। একটি বক্তব্য বা তথ্য উপস্থিত ব্যক্তির অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়ার একটি রূপ হতে পারে- বর্তমান প্রজন্মের মানুষদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মানুষদের নিকট পৌঁছে দেয়া। তাই, হাদীসখানির বোল্ড করা অংশের একটি ব্যাখ্যা হবে- এক প্রজন্মের মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনার পর অন্য প্রজন্মের মানুষদের নিকট কথা, কাজ বা লেখনির মাধ্যমে পৌঁছে দিতে হবে। কারণ, সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে পরের প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকবে যে পূর্বের প্রজন্মের মানুষদের তুলনায় কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য অধিক ভালো অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করতে পারবে। তাই, হাদীসখানির আলোকে সহজে বলা যায়- পরবর্তীদের কর্তৃক পূর্ববর্তীদের প্রণয়ন করা ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা ইসলাম সিদ্ধ।

হাদীস নং-২

أَخْرَجَ الإِمَام التِرْمِذِيْ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'سُنَنِهِ' حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ"

অনুবাদ: ইমাম তিরমিযী (রহ.), ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বলা বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মাহমূদ বিন গাইলান থেকে শুনে তাঁর হাদীসগ্রন্থে লিখেছেন- ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন- রসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ সদা প্রফুল্ল ও সুখী রাখুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করার পর যেরূপ শুনেছে সেরূপে তা অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়। **কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।**

- সুনানুত তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ আত-তিরমিযী (মিসর: দারুল মাওয়াদ্দাহ, ২০১৩ খ্রি.), أَبْوَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ ﷺ (রাসূলুল্লাহ স. থেকে জ্ঞান অধ্যায়), بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ (শ্রুত জ্ঞান প্রচারে অনুপ্রেরণা দেয়া পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৬৫৭, পৃ. ৪৭১।

ব্যাখ্যা: ১নং হাদীসখানির ন্যায় ব্যাখ্যা করে এ হাদীসখানির আলোকেও সহজে বলা যায়- পরবর্তীদের কর্তৃক পূর্ববর্তীদের প্রণয়ন করা ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা ইসলাম সিদ্ধ।

হাদীস নং-৩

أَخْرَجَ الإِمَامُ التِّرْمِذِيْ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'سُنَنِهِ' حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نِصْفَ النَّهَارِ، قُلْنَا: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ يَسْأَلُهُ عَنْهُ، فَقُمْنَا فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: [ص:] «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.

অনুবাদ: ইমাম তিরমিযী (রহ.), যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) -এর বলা বর্ণনা, সনদের ৭ম ব্যক্তি মাহমূদ বিন গাইলান থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন- সনদের ২য় ব্যক্তি আবান ইবনু 'ওসমান (রহ) বলেন, কোনো একদিন যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) ঠিক দুপুরের সময় মারওয়ানের নিকট হতে বেরিয়ে আসলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, সম্ভবতঃ কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্যই এ সময়ে মারওয়ান তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমরা উঠে গিয়ে তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমার কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা আমি রসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট শুনেছি। আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি- আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দ- উজ্জ্বল করুন, যে আমার একটি কথা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনেছে, তারপর তা স্মরন রেখেছে, অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। **কেননা, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয়।**

- সুনানুত তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ আত-তিরমিযী (মিসর: দারুল মাওয়াদ্দাহ, ২০১৩ খ্রি.),أَبْوَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (রসূলুল্লাহ স. থেকে জ্ঞান অধ্যায়), بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ (শ্রুত জ্ঞান প্রচারে অনুপ্রেরণা দেয়া পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৬৫৬, পৃ. ৪৭১।

ব্যাখ্যা: ১নং হাদীসখানির ন্যায় ব্যাখ্যা করে এ হাদীসখানির বোল্ড করা অংশের আলোকেও সহজে বলা যায়- পরবর্তীদের কর্তৃক পূর্ববর্তীদের প্রণয়ন করা ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা ইসলাম সিদ্ধ।

ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা সিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে মণীষীদের বক্তব্য

কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর আলোকে যে বিষয়টি সঠিক বলে চূড়ান্তভাবে জানা যায় ইসলামের প্রকৃত মণীষীগণ সে বিষয়টির সমর্থনকারী কথা বলবেন এটিই স্বাভাবিক। আর তার বিরুদ্ধ কথা ইসলামের প্রকৃত মণীষীগণের কথা হতে পারে না এটিও সকল মুসলিমকে আজ দৃঢ় গলায় বলতে হবে বা নিশ্চিতভাবে জানতে হবে। সে ধরনের কথা হবে তাঁদের নামে চালিয়ে দেয়া কথা। চলুন এখন, 'ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা সিদ্ধ' এ কথাটি ইসলামের প্রকৃত মণীষীগণ কিভাবে বলেছেন তা জানা যাক।

তথ্য-১

ইমাম আবু হানিফা (৮০-১৫০হি.) বলেন-

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ

অনুবাদ: (আমার সিদ্ধান্তের বিপরীতে) যদি সহীহ হাদীস পাওয়া যায় তবে উহাই আমার মাযহাব।

(উসূলুদ্দিন ইন্দাল ইমাম আবী হানিফা, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খামীস, দারুস সুমাইঈ, সোদী আরব:ভূমিকা, পৃ:৬)

তথ্য-২

ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯হি.) বলেন-

مَا مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَ مَأْخُوْذٌ مِنْ كَلَامِهِ وَ مَرْدُوْدٌ عَلَيْهِ اِلَّا رَسُوْلُ الله ﷺ.

অনুবাদ : সহীহ হাদীসের বিপরীতে আমার কথা পরিত্যক্ত।

(মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব, আহলে হাদীস আন্দোলন, রাজশাহী: ১৯৯৬ খ্রি., পৃ:১৭)

তথ্য-৩

ইমাম শাফেয়ী (১৫০-২০৪হি.) বলেন-

اِذَا رَاَيْتُمْ كَلَامِي يُخَالِفُ الْحَدِيثَ فَاعْمَلُوا بِالْحَدِيثِ وَاضْرِبُوا بِكَلَامِي الْحَائِطِ

অনুবাদ: আমার কথা সহীহ হাদীসের বিপরীত দেখলে হাদীস অনুসারে আমল কর, আর আমার কথাকে দেয়ালে ছুড়ে ফেলে দাও।

(আল ইয়াওয়াকীতু ওয়াল জাওয়াহীর ফী বায়ানি আকাঈদিল আকাবির, শায়েখ আব্দুল ওয়াহহাব বিন আহমাদ আল মিসরী আল হানাফী, বৈরুত, পৃ: ৩৫৯)

তথ্য-৪

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬১-২৪১হি.) বলেন-

لَا تُقَلِّدْنِيْ وَ لَا تُقَلِّدْ مَالِكًا وَ لَا الشَّافِعِيَّ وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ وَ لَا الثَّوْرِيَّ وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا.

অনুবাদ: তোমরা আমার অনুসরণ করো না, না শাফেয়ীর, না আওযায়ীর, না সাওরীর, বরং আহকামকে গ্রহণ করো যেখান থেকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন (কুরআন ও হাদীস)।

(ইবনুল কাইয়িম, আল-ই'লা-ম: খন্ড:২ পৃ:৩০২)

তথ্য-৫

আবু হানিফা (রহ.) ফতওয়া দেওয়ার সময় বলে দিতেন যে- এটি নুমান বিন সাবিতের রায়। আমার সাধ্যপক্ষে এটিই উত্তম মনে হয়েছে। এর চেয়ে উত্তম পেলে সেটিই সঠিকতর বলে গণ্য হবে।

(হুজ্জাতুল্লাহ, কায়রো: ১৯৩৬ খৃ:, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা : ৫৭)

তথ্য-৬

একদা ইমাম আবু হানিফা স্বীয় প্রধান শিষ্য আবু ইউছুফকে বলেন তুমি আমার পক্ষ হতে কোনো মাসয়ালা বর্ণনা করোনা। আল্লাহর কসম আমি জানি না আমি নিজ সিদ্ধান্তে সঠিক না বেঠিক।

(খতীব আল বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, মিশর: ১৯৩১খৃ:, ১৩শ খন্ড, পৃষ্ঠা : ৪০২)।

♣♣ মণীষীগণ এ সকল বক্তব্য মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে-

১. তাদের সকল হাদীস জানা ছিল না

(এটাই স্বাভাবিক। কারণ তখন হাদীস পুরোপুরি সংকলিত হয়নি। আর সকল হাদীস না জানার কারণে কুরআনের পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক বা

কুরআনে নেই এমন বিষয়ে কুরআনের অন্য তথ্য ও (জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান) Common sense/আকলের আলোকে তাঁদের দেয়া সকল সিদ্ধান্ত বা ফতওয়া সঠিক নাও হতে পারে)

২. তাদের দেয়া সিদ্ধান্তের চেয়ে অধিক সঠিক কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে সেটিকে গ্রহণ করতে হবে।

♥♥ মণীষীগণের বলা এ সকল কথার আলোকে সহজে বলা যায় যে- ইসলামের সকল প্রকৃত মণীষী প্রয়োজন হলে তাঁদের সিদ্ধান্তকে (ফতওয়া) সংস্কার করতে বলেছেন। অর্থাৎ তাঁদের লেখা ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করতে বলেছেন।

প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ (Edition) বের না হওয়ার কারণ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা ইসলাম সিদ্ধ। আমরা এটিও জেনেছি যে- কুরআন ও হাদীস, ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করার কথাটি যে ধরনের শব্দ প্রয়োগ করে বলেছে তাতে বুঝা যায়- বিষয়টিকে আল্লাহ তা'য়ালা ও রাসূল (স.) বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। Common sense-এর আলোকেও ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করার সিদ্ধতা ও গুরুত্ব সহজে জানা ও বুঝা যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের প্রকৃত সংস্করণ বের হয়নি। প্রশ্ন হলো কেন এটি হয়নি। এ প্রশ্নের মাত্র দু'টি উত্তর ধারণা করা যেতে পারে-

ক. ইসলামের প্রকৃত মণীষীগণ বিষয়টি বুঝতে পারেন নি

খ. শত্রুরা প্রথম দিকের মণীষীদের গ্রন্থ থেকে অনেক মৌলিক তথ্য বাদ দিয়ে ভুল কথা লিখে দিয়েছে। তারপর প্রথম দিকের মণীষীদের রচিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা যাবে না, এমন কথা প্রচার করে দিয়েছে।

চলুন এখন এ দু'টি উত্তরের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করা যাক-

ক. 'ইসলামের প্রকৃত মণীষীগণ বিষয়টি বুঝতে পারেন নি'- কথাটির গ্রহযোগ্যতা পর্যালোচনা

কোনো বিবেকবান মুসলিম এটি সঠিক বলতে পারেন না। কারণ, এটি বললে ইসলামের **প্রকৃত** মণীষীগণ কুরআন ও হাদীস বুঝতেন না এবং তাঁদের Common sense ও ভীষণ দুর্বল ছিল বলতে হবে। এটি বললে মিথ্যা বলার অপরাধে অপরাধী হতে হবে (কবীরা গুনাহ হবে)।

খ. 'শত্রুরা প্রথম দিকের মণীষীদের গ্রন্থ থেকে অনেক মৌলিক তথ্য বাদ দিয়ে ভুল কথা লিখে দিয়েছে। তারপর প্রথম দিকের মণীষীদের রচিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ

বের করা যাবে না, এমন কথা প্রচার করে দিয়েছে'- কথাটির গ্রহযোগ্যতা পর্যালোচনা

এ কথার গ্রহনযোগ্যতা ৫টি দৃষ্টিকোন থেকে পর্যালোচনা করা যায়-

১. পছন্দমতো কথা না লেখা বা সঠিক কথা লেখার কারণে প্রথম দিকের মণীষীদের হত্যা বা প্রচণ্ড অত্যাচার করা

২. প্রথম দিকের মণীষীদের লেখা গ্রন্থ নষ্ট করে ফেলা

৩. প্রথম দিকের মণীষীদের রচিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা যাবে না তথ্য ধারণকারী বহু কথা প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থে উপস্থিত থাকা

৪. কুরআন ও হাদীস সরাসরি না পড়ে প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থ পড়ে ইসলাম শিখতে বাধ্য বা উৎসাহিত করামূলক বহু কথা প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থে উপস্থিত থাকা

৫. কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর সরাসরি বিপরীত বহু মৌলিক তথ্য প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থে উপস্থিত থাকা।

চলুন এখন এ ৫টি বিষয় দালিলিকভাবে জানা ও পর্যালোচনা যাক-

১. পছন্দমতো কথা না লেখা বা সঠিক কথা লেখার কারণে প্রথম দিকের মণীষীদের হত্যা বা প্রচণ্ড অত্যাচার করা

ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস যাদের জানা আছে তারা সকলেই জানেন যে- পছন্দমতো কথা না লেখা বা সঠিক কথা লেখার কারণে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে জেলে রেখে হত্যা ও অন্য ইমামগণকে (রহ.) অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছিল। যারা এ কাজ করেছিল তারা ইমামগণের লেখা ফিকাহগ্রন্থসমূহ অপরিবর্তিত রেখেছিল, চরম বোকারাই কেবল এটি বলতে পারে। নিশ্চয় তারা ইমামগণের লেখা ফিকাহগ্রন্থের তথ্যও পরিবর্তন করে দিয়েছিল। তৎকালিন সময়ে ঐ ইমামগণের লেখা গ্রন্থের কপি ছিল মাত্র কয়েকখানি। ঐ কয়েকটি কপিতে অনেক মূল তথ্য বাদ দিয়ে ভুল কথা লিখে দেয়া ও তা প্রচার করে দেয়া খুব সহজ বিষয় ছিল।

২. প্রথম দিকের মণীষীদের লেখা ফিকাহগ্রন্থ নষ্ট করে ফেলা

ইতিহাসের দুটি সত্য ঘটনা থেকে এটি সহজে জানা যায়-

ক. দাজলা ও ফোরাত নদীর পানি কালো হয়ে যাওয়া

বাগদাদে যখন মুসলিমদের পতন হয়েছিল তখন দাজলা ও ফোরাত নদীর একদিকের পানি শহীদের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। আর অন্যদিকের পানি কালো হয়ে গিয়েছিল ইসলামের প্রকৃত মণীষীদের লেখা ফিকাহগ্রন্থ ফেলে দেয়ার কারণে।

খ. লাইব্রেরী পুড়িয়ে দেয়া

স্পেনে যখন মুসলিমদের পতন হয়েছিল তখন লাইব্রেরীগুলো পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল।

♥♥ বাগদাদ ও স্পেনে যারা ঐ কাজ করেছিল তারা ইসলামের প্রকৃত মণীষীদের লেখা গ্রন্থসমূহ শুধু নষ্ট করে ক্ষান্ত থেকেছিল- এটি ভাবাও চরম বোকামী। এটির করার কারণ ছিল- ইসলামের প্রকৃত মণীষীদের লেখা ফিকাহগ্রন্থ নষ্ট করে দিয়ে মৌলিক ভুল তথ্য ধারণকারী গ্রন্থ লেখা এবং প্রকৃত মণীষীদের নামে তা প্রচার করে দেয়া।

৩. প্রথম দিকের মণীষীদের রচিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা যাবে না তথ্য ধারণকারী বিভিন্ন কথা প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থে উপস্থিত থাকা

প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থে উপস্থিত থাকা এ ধরনের কিছু কথা ও তার পর্যালোচনা-

তথ্য-১

فَإِنَّ أُصُوْلَ الْفِقْهِ اَرْبَعَةٌ : كِتَابُ اللهِ تَعَالَىٰ وَ سِنَّةُ رَسُوْلِهِ وَ اِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَ الْقِيَاسُ. فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَحْثِ فِيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ لِيُعْلَمَ بِذَلِكَ تَخْرِيْجُ الْأَحْكَامِ.

অনুবাদ : নিশ্চয় ইসলামী ফিকহের মূলনীতি (মূল উৎস) চারটি : আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ, ইজমায়ে উম্মত এবং কিয়াস। সুতরাং উপরোক্ত চারটি মূলনীতির (মূল উৎসের) প্রত্যেকটির বিষয়ে বিশদ আলোচনা জরুরী যাতে সেগুলোর মাধ্যমে হুকুম-আহকাম বের করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়।

(উসূলুশ শাশী, মূলগ্রন্থ, পৃষ্ঠা নং ৫; মূল লেখক- ইসহাক ইবনে ইবরাহীম, নিযামউদ্দিন শাশী নামে পরিচিত, জন্ম- শাশ, সমরকন্দ, রাশিয়া। মৃত্যু-৩২৫ হি., মিসর)

মাদ্রাসার পাঠ্যবই হিসেবে বাংলায় লেখা উসূলুশ শাশীতে তথ্যটি যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

ইসলামী বিধানের মূল বুনিয়াদ (উৎস) হল ৪টি- কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। কিয়ামত অবধি ঘটমান সকল সমস্যার সমাধান এ ৪টি থেকে বের করতে হবে। এর বাইরে ব্যক্তিগত জ্ঞান-গরিমা বা মেধার আলোকে (গবেষণা করে) যে যতই সুন্দর সুষ্ঠ সমাধান বের করবে ইসলামে তার কোনো মূল্য নেই।

(পেশ কালাম, উসূলুশ শাশী, প্রকাশক-আল-আকসা লাইব্রেরী, ঢাকা। প্রকাশ কাল-০৯.১১.২০০৪)

তথ্যটির পর্যালোচনা: এ তথ্যটির মাধ্যমে সমস্ত মুসলিম বিশ্বে চালু হয়েছে- ইসলামে জ্ঞানের উৎস চারটি- কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। কিয়াস ও ইজমা হলো ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক গবেষণার ফল। গবেষণার ফল কখনো উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হবে তথ্যসূত্র (Reference)। পৃথিবীতে যারা গবেষণা করেন তারা সকলেই এটি জানে। তাই, ইসলামের প্রকৃত মণীষীগণ এটি বুঝতে পারেননি তা হতে পারে না। আর এটি যে ইসলামের প্রকৃত মণীষীগণের বক্তব্য নয় তা আরো নিশ্চয়তা সহকারে বলা যাবে, এ কথাটির মাধ্যমে ইসলামের যে মহাক্ষতি করা হয়েছে তা জানতে পারলে-

ক্ষতি-১

এ তথ্যের মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞানের উৎসের তালিকা থেকে আল্লাহ প্রদত্ত একটি উৎসকে বাদ দেয়া হয়েছে এবং সে স্থানে জ্ঞানের উৎস হতে পারে না এমন দু'টি বিষয়কে (ইজমা ও কিয়াস) ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ প্রদত্ত সেই উৎসটিকে তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে যেটি সকল মানুষের নিকট সবসময় উপস্থিত থাকে এবং যেটি ইসলামের ঘরের আল্লাহ তা'য়ালার নিয়োগ দেয়া দারোয়ান হিসেবে কাজ করে। সে উৎসটি হলো- Common sense, বোধশক্তি, বিবেক, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান। আর এর ফলস্বরূপ- বাড়ীর গেটে দারোয়ান না থাকলে মালিক ১০তলায় বসে থাকলেও যেমন সম্পদ চুরি হয়ে যায়, তেমনি ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ (তথ্য/জ্ঞান) চুরি হয়ে গেছে।

এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য হলো, জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ তিনটি-

১. কুরআন
২. সুন্নাহ
৩. Common sense

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির মধ্যে তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য-

- কুরআন: আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান
- সুন্নাহ: আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা
- Common sense: জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির মধ্যে ব্যবহারিক (Practical) পার্থক্য-

- কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী
- সুন্নাহ (রাসূল স.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী
- Common sense: মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান

ক্ষতি-২

নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহারের যে অসাধারণ নীতিমালা বা প্রবাহচিত্র (Flow chart) কুরআন ও সুন্নায় উপস্থিত আছে তা মুসলিম জাতি আলোতে আনতে পারেনি। নীতিমালাটি হলো-

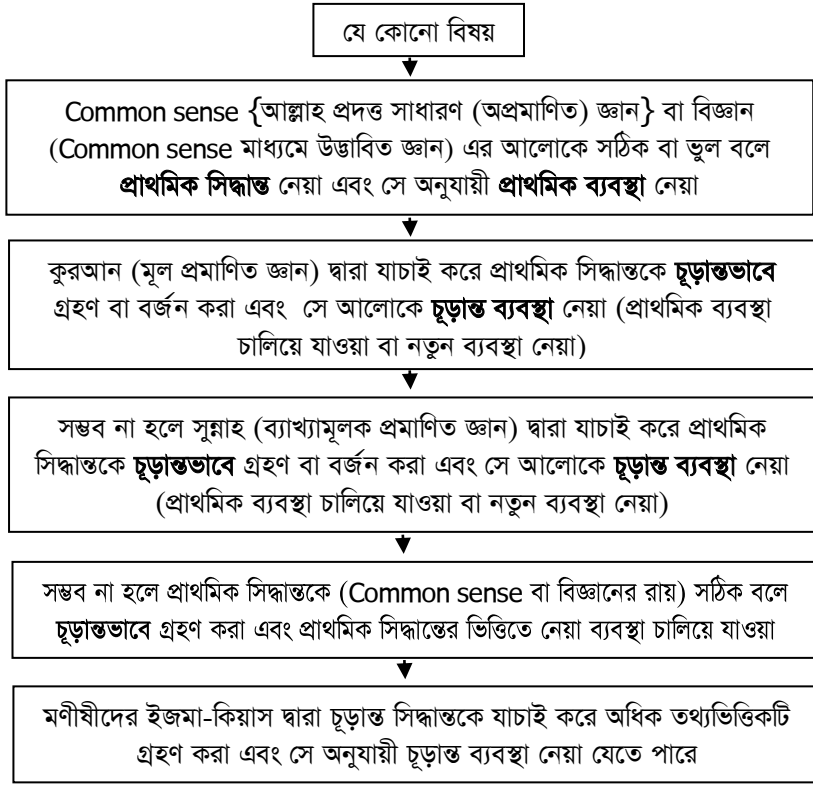

ক্ষতি-৩

সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির ফলে উন্নত হওয়া Common sense ব্যবহার করে কুরআন-সুন্নাহর যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে ইসলামকে শ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখতে এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে মুসলিম উম্মাহ ব্যর্থ হয়েছে এবং হচ্ছে।

ক্ষতি-৪

জ্ঞানের প্রচলিত উৎসের তালিকায় উৎসগুলো লেখার ক্রম দেখলে মনে হয়- জ্ঞান অর্জনের নীতিমালায় কুরআনকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তারপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সুন্নাহকে। আর সবচেয়ে কম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ইজমা ও কিয়াস তথা ইজমা ও কিয়াস ধারণকারী ফিকাহগ্রন্থকে। কিন্তু প্রকৃত

অবস্থা তা মোটেই নয়। জ্ঞান অর্জনের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালায় কুরআন ও হাদীসকে কোনো স্থান রাখা হয়নি। সবটুকু স্থান দেয়া হয়েছে প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থকে। এটি 'কাজীর গরু খাতায় আছে কিন্তু গোয়ালে নেই'- খনার বচনটির একটি চমৎকার উদাহরণ। প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থ উল্লেখ থাকা অনেক তথ্য এ কথার প্রমাণ। আর ঐ তথ্য থেকে পরিস্কারভাবে জানা যায়- প্রচলিত জ্ঞানের উৎসের তালিকা থাকা ইজমা ও কিয়াস বলতে বুঝানো হয়েছে ইসলামের প্রাথমিক যুগের মণীষীদের ইজমা ও কিয়াস এবং ঐ ইজমা ও কিয়াস ধারণকারী ফিকাহগ্রন্থের কোনো সংস্করণ করা যাবে না। তথ্যগুলো পরে আসছে।

তথ্য-২

৭ম স্তরের (ইমাম বুখারী, আওযায়ী, সাওরী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের চেয়ে নিম্ন মানের) আলেমগণের কোনো মাসয়ালার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা নেই। ভালো-মন্দের পার্থক্য করার মত যোগ্যতা তাঁদের নেই। তাঁহারা শুধু মাসয়ালা শিক্ষা করিয়া থাকেন। (কুরআন, হাদীস গবেষণা করে) ফতোয়া (সিদ্ধান্ত) দেয়া তাদের জন্য জায়েয নেই। তাঁহারা শুধু (প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্র মুখস্থ করে) ইতিহাসের মতো মাসয়ালা বর্ণনা করিতে পারিবেন।

(হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুনঃমুদ্রণ, মে ২০০৫ খ্রি. পৃষ্ঠা-৫২। ফাজিল ক্লাসের পাঠ্য বই এবং মুসলিম ব্যক্তিগত আইন, পৃ-২৩)

তথ্যটির পর্যালোচনা: ইমাম বুখারী, আওযায়ী, সাওরী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের পরের প্রজন্মের কোনো ব্যক্তির, উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের সমান বা উচ্চ মান দাবি করা বা দাবি করলে তা গ্রহনযোগ্য হওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই, এ তথ্যের মাধ্যমে প্রকৃতভাবে প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্রের সংস্করণ বের করা নিষিদ্ধ কথাটিই প্রচার করা হয়েছে।

তথ্য-৩

'১ম ও ২য় যুগের (হিজরী ২য় শতাব্দী থেকে ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগ) মুজতাহিদগণ (গবেষকগণ) এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র দান করে গিয়েছেন যাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যারই সমাধান রয়েছে। ... ... অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ জ্ঞাত বিষয়কে জানার চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা ব্যতিত অন্যকিছু হবে না'।

(হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুন:মুদ্রণ, মে ২০০৫ খি., পৃষ্ঠা-৫২, কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই; মূল লেখক: বোরহান উদ্দিন আল মিরগিনানী। জন্ম- ৫১১ হি., মৃত্যু-৫৯৩ হি.)

তথ্যটির পর্যালোচনা: এখানে বলা হয়েছে প্রথম দিকের মণীষীদের রচিত ফিকাহগ্রন্থে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান আছে। তাই, গবেষণার মাধ্যমে নতুন তথ্য উদঘাটন করে ঐ স্থানে যোগ করা বা ঐ গ্রন্থের কোনো তথ্য বাদ দেয়ার চেষ্টা করা, সময় ও শক্তির অপচয়। তাই এ বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকৃতভাবে জানানো হয়েছে- প্রথম দিকের মণীষীদের রচিত ফিকাহশাস্ত্রের সংস্করণ বের করা যাবে না।

তথ্য-৪

৪র্থ ও ৫ম যুগের (হিজরী সপ্তম শতকের পূর্বের) ফকীহগণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র বা ইসলামী আইনশাস্ত্র তৈরী করে গিয়েছেন যাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান রয়েছে। অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ হলো জ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা। হ্যাঁ, যদি এমন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের উপলক্ষ্য সে যুগের কিতাব সমূহে নেই তবে অবশ্যই ইজতিহাদ (গবেষণা) করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দ্বার চিরকালই খোলা আছে এবং থাকবে। এতে কারো কোনো মতভেদ নেই।

(ফিকহে হানাফির ইতিহাস ও দর্শন, স্মরণিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ,জুন ২০০৪,পৃষ্ঠা-৭৯, প্রকাশক ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান)

তথ্যটির পর্যালোচনা : এ বক্তব্যের শিক্ষা হলো- **প্রথম দিকের** মণীষীগণ গবেষণা করে যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে গিয়েছেন সে সকল বিষয়ে আর গবেষণা করা যাবে না। তবে নতুন সমস্যা, যার সমাধান সে যুগের কিতাব সমূহে নেই সেগুলো নিয়ে গবেষণার দ্বার খোলা আছ। তাই এ বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকৃতভাবে শেখানো হয়েছে- **প্রথম দিকের** মণীষীগণের রচিত ফিকাহশাস্ত্রের সংস্করণ বের করা নিষিদ্ধ।

তথ্য-৫

জুমু'আর খুৎবার ২য় অংশে একটি সনদ সহীহ হাদীসের এমন এক অংশ পাঠ করা হয় যার ব্যাখ্যা থেকে বের হয়ে আসে- 'ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করা যাবে না'। এর মাধ্যমে, সারা বিশ্বের মুসলিমদের তথ্যটি প্রতি সপ্তাহে একবার মনে করে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ হাদীসখানি পড়লে বা অন্য সহীহ হাদীসের সাথে মিলালে ঐ ধরনের তথ্য বের করার কোনো সুযোগ নেই।

জুম'আর খুৎবায় উল্লেখ থাকা তথ্যটি হলো-

..... خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِي ثُمّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ .....

অনুবাদ: ... ... যুগের মধ্যে, আমার যুগের মানুষেরা সবচেয়ে বেশি উত্তম, অত:পর তার পরবর্তী যুগের, অত:পর তার পরবর্তী যুগের ... ...

ব্যাখ্যা: হাদীসখানির এ অংশটুকুর ব্যাখ্যা থেকে যে তথ্য বের হয়ে আসে-

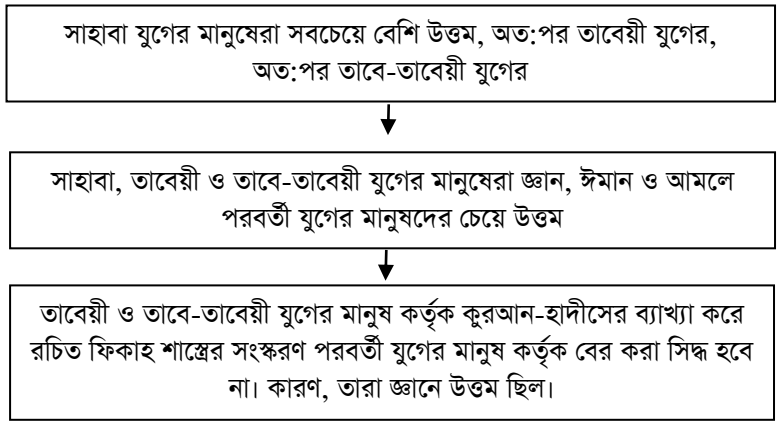

তাই, এ হাদীসাংশের ব্যাখ্যা থেকে বের হয়ে আসে যে- প্রথম দিকের মণীষীদের রচিত ফিকাহশাস্ত্রের সংস্করণ বের করা যাবে না।

সম্পূর্ণ হাদিসখানি হলো-

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ"، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ.

অনুবাদ: ইমাম বুখারী (রহ.) আবদুল্লাহ (রা.) এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন কাসীর থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ আল বুখারী' গ্রন্থে লিখেছেন- আবদুল্লাহ (রা.) বলেন- নবী (স.) বলেছেন,আমার উম্মাতের সর্বোত্তম মানুষ আমার যুগের মানুষ (সাহাবীগণ)। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ। অতঃপর এমন লোকদের আগমন হবে যাদের কেউ সাক্ষ্য দানের পূর্বে কসম এবং কসমের পূর্বে সাক্ষ্য দান করবে। ইব্রাহীম (নাখ্য়ী; রাবী) বলেন, ছোট বেলায় আমাদের মুরুব্বীগণ আল্লাহ্‌র নামে কসম করে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য এবং ওয়াদা-অঙ্গীকার করার কারণে আমাদেরকে মারধর করতেন।

- সহীহ আল-বুখারী, كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (সাহাবীগণের মর্যাদা অধ্যায়), بَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণের ফযীলত পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৩৬৫১, পৃ. ৪৪০।

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ: فَمَا أَدْرِي: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ ".

অনুবাদ: ইমাম বুখারী (রহ.) ইমরান ইব্নু হুসায়ন (রা.) এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন বাশশার থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ আল বুখারী’ গ্রন্থে লিখেছেন- ইমরান ইব্নু হুসায়ন (রা.) বলেন, নবী (স.) বলেছেন- তোমাদের মধ্যে আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম। তারপর এর পরবর্তী যুগের লোকেরা। তারপর এর পরবর্তী যুগের লোকেরা। ‘ইমরান (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথাটি দু’বার কি তিনবার বললেন, তা আমার স্মরণ নেই- তারপর এমন লোকেরা আসবে যে, তারা সাক্ষ্য দিবে, অথচ তাদের সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা খিয়ানতকারী হবে। তাদের নিকট আমানত রাখা হবে না। তারা মানত করে তা পূরণ করবে না। তারা দেখতে মোটা তাজা হবে।

- সহীহ আল-বুখারী, كِتَابُ الرِّقَاقِ (কোমল হওয়া অধ্যায়), بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُسِ فِيهَا (দুনিয়ার শোভা ও তার প্রতি আসক্তি থেকে সতর্কতা পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৬৪২৮, পৃ. ৭৭১।

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: " قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ

يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ: تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ " قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ.

অনুবাদ: ইমাম বুখারী (রহ.) আবদুল্লাহ ইব্নু মাস'ঊদ (রা.) এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি সা'দ বিন হাফস থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ আল বুখারী' গ্রন্থে লিখেছেন- আবদুল্লাহ ইব্নু মাস'ঊদ (রা.) বলেন- নবী (স.)-কে একবার জিজ্ঞেস করা হল, কোন মানুষ সর্বোত্তম? তিনি বললেন- আমার সময়ের মানুষ। এরপর তাদের পরবর্তী লোকেরা, এরপর তাদের পরবর্তী লোকেরা। এরপরে এমন লোক আসবে যে তাদের সাক্ষ্য কসমের উপর অগ্রগামী হবে, আর কসম সাক্ষ্যের উপর অগ্রগামী হবে। রাবী ইবরাহীম বলেন যে, আমরা যখন বালক ছিলাম তখন আমাদের সঙ্গীরা সাক্ষ্য এবং অঙ্গীকারের সঙ্গে কসম করতে নিষেধ করতেন।

- সহীহ আল-বুখারী, كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (শপথ ও মানত অধ্যায়), بَابُ إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ، أَوْ شَهِدْتُ بِاللَّهِ (যখন কেউ বলে- আল্লাহকে আমি সাক্ষী মানছি অথবা যদি বলে, আল্লাহকে আমি সাক্ষী করেছি পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৬৬৫৮, পৃ. ৭৯৪।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: জুমু'আর খুৎবার ২য় অংশে যে সহীহ হাদীসের অংশবিশেষ পাঠ করে সারা বিশ্বের মুসলিমদের প্রতি সপ্তাহে একবার মনে করে দেয়া হয় এবং যার ব্যাখ্যা থেকে বের হয়ে আসে- 'ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করা যাবে না'- সে মূল বক্তব্য ধারনকারী তিনজন সাহাবীর বর্ণনা করা তিনখানি হাদীস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এ তিনখানি হাদীসের মূল বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় রাসূল (স.) বলেছেন- তাঁর পরের দুই বা তিন যুগের মানুষেরা তাদের পরবর্তী যুগের মানুষদের তুলনায় আমলে (আমল পালনের নিষ্ঠায়) উত্তম হবে। পরবর্তী যুগের মানুষেরা জ্ঞানে কেমন থাকবে তা হাদীসখানিতে বলা হয়নি। আর এ জন্যে সুচতুরভাবে খুৎবায় সম্পূর্ণ হাদীসখানি উল্লেখ না করে অংশবিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে।

তাই, এ হাদীসাংশের ব্যাখ্যা থেকে প্রথম দিকের মণীষীদের রচিত ফিকাহশাস্ত্রের সংস্করণ বের করা যাবে না কথাটি বের করার কোনো সুযোগ নেই।

৪. কুরআন ও হাদীস সরাসরি না পড়ে প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থ পড়ে ইসলাম শিখতে বাধ্য বা উৎসাহিত করামূলক বহু কথা প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থে উপস্থিত থাকা

তথ্য-১

এমনি (ইসলামের প্রসারের) যুগসন্ধিক্ষণে তাবেয়ীদের যুগের শেষ দিকে সত্যের পুজারী আলেম সম্প্রদায়ের জামায়াত কুরআন ও সুন্নাহকে সামনে রেখে তাদের মূলনীতি অনুসরণ করে এমন আইনশাস্ত্র প্রণয়ন করলেন যা সর্বযুগে, সর্বদেশে, সকল অবস্থায় ও সকল সমস্যার সমাধানে সক্ষম। এটাই আজ দুনিয়ার বুকে ফিকহে ইসলামী নামে সুপ্রতিষ্ঠিত।

(আল-মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ খি. সালের নতুন সংস্করণ যেটি জানুয়ারী ২০০৮ এ পুনঃমুদ্রণ হয়েছে; পৃষ্ঠা-১০; মাদ্রাসার ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর পাঠ্যবই, মূল লেখক- মুহাম্মাদ ইবনে জাফর আল-কুদুরি। জন্ম- ৩৬২ হি:, মৃত্যু-৪২৮ হি. এবং শরহে বেকায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৬ খি., পৃষ্ঠা-৫, মাদ্রাসার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যবই, মূল লেখক- উবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদ। মৃত্যু- ৬৮০/৭৪৫/৭৪৭ হি:)

তথ্যটির পর্যালোচনা: এখানে বলা হয়েছে- তাবেয়ীদের যুগের শেষ দিকে রচিত প্রচলিত ফিকাহ শাস্ত্র সর্বযুগে, সর্বদেশে, সকল অবস্থায় মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। সর্বযুগে, সর্বদেশে, সকল অবস্থায় ও মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে শুধুমাত্র আল-কুরআন। তাই এ কথার মাধ্যমে কুরআন ও প্রথম দিকের মণীষীদের রচিত ফিকাহগ্রন্থকে সমমানের গ্রন্থ বলে প্রচার করা হয়েছে। আর এটি করার কারণ হলো- মুসলিমরা যাতে কুরআন সরাসরি না পড়ে প্রচলিত তথা প্রথম দিকের মণীষীদের রচিত ফিকাহগ্রন্থ পড়ে ইসলামে শিখতে উৎসাহিত হয়।

তথ্য-২

... ... কুরআন ও সুন্নাহ হতে আইন-কানুন খুঁজে বের করে সমস্যার সমাধান করা বহু সময় সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। ... ... (বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকা) অবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ ব্যাখ্যা করে সৎপথের সন্ধান পেতে চাইলে সৎপথ পাওয়ার চাইতে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে। ফকীহগণের এ বিষয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁরা সকল বিষয় পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ফিকাহ শাস্ত্র সম্পাদনা করেছেন। এখন কুরআন সুন্নাহর আইন বলতে ফিকহ শাস্ত্রকেই বুঝান হয়ে থাকে।

(আল-মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ খি. সালের নতুন সংস্করণ যেটি জানুয়ারী ২০০৮ এ পুনঃমুদ্রণ হয়েছে; পৃষ্ঠা-১০ এবং শরহে ও আলিয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)

তথ্যটির পর্যালোচনা: এ কথাটির মাধ্যমে কুরআন ও হাদীস সরাসরি পড়ে ইসলাম শিখতে নিষেধ করা হয়েছে এবং প্রচলিত তথা প্রথম দিকের

মণীষীগণের রচিত ফিকাহগ্রন্থ পড়ে ইসলাম শিখতে বলা হয়েছে। এর মূল কারণ হলো- কেউ যদি সরাসরি কুরআন ও হাদীস পড়ে ইসলাম শিখে তবে প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থে ঢুকিয়ে দেয়া ভুল তথ্যগুলো সহজে ধরে ফেলতে সক্ষম হবে।

তথ্য-৩

ইমাম মালেক (রহ.) নিজ ভাগ্নে আবু বকর ও ইসমাইল (রহ.) কে বলেন- আমি দেখছি যে, হাদীস চর্চার প্রতি তোমাদের আগ্রহ অধিক। তবে যদি কল্যাণ চাও তবে তোমরা হাদীসের রেওয়ায়েত কম কর এবং ইলমে ফিকহ বেশি অর্জন কর।

(আল-মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ খি. সালের নতুন সংস্করণ যেটি জানুয়ারী ২০০৮ এ পুন:মুদ্রণ হয়েছে; পৃষ্ঠা-১১)

তথ্যটির পর্যালোচনা: এ কথাটির মাধ্যমে হাদীস সরাসরি পড়তে নিষেধ করা হয়েছে এবং প্রচলিত তথা প্রথম দিকের মণীষীগণের রচিত ফিকাহগ্রন্থ পড়ে ইসলাম শিখতে বলা হয়েছে। এর মূল কারণ হলো- কেউ যদি সরাসরি হাদীস পড়ে ইসলাম শিখে তবে প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থে ঢুকিয়ে দেয়া ভুল তথ্যগুলো সহজে ধরে ফেলতে সক্ষম হবে।

তথ্য-৪

মাযহাবের ইমামগণ কোরআন ও সুন্নাহের কোনো স্থানের কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়া কি মাসয়ালা বা কি আইন রচনা করিলেন তাহা সম্যকরুপে অবগত না হইয়া আমাদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ হইতে মাসয়ালা বাহির করা বা ব্যাখ্যা করা আদৌ বৈধ হইবে না। অতএব ফিকাহ শাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞানার্জনের পর কুরআন ও সুন্নাহ অনুশীলন করা উচিত।

(আল-মুখতাসারুল কুদুরী, সপ্তম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৯, কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)

তথ্যটির পর্যালোচনা: এ কথাটি প্রচারের কারণ হলো- কেউ যদি সরাসরি কুরআন ও হাদীস পড়ার পর প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থ পড়ে তবে সে ঢুকিয়ে দেয়া ভুল তথ্যগুলো সহজে ধরে ফেলতে পারবে। আর কেউ যদি প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থ পড়ার পর কুরআন ও হাদীস পড়ে তবে কুরআন ও হাদীসের প্রকৃত শিক্ষা তার চোখে ধরা দিবে না। এটি ঠিক তেমন যেমন একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র যদি পূর্বের চিকৎসক কি রোগ নির্ণয় করেছে তা দেখার পর রোগী দেখে তবে পূর্বের চিকিৎসক কোনো ভুল করে থাকলে সেও সেই ভুল করবে এবং তার নিজের রোগ নির্ণয়ের যোগ্যতা উৎকর্ষিত হবে না। তাই, চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রকে এ কাজটি করতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়।

৫. কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর সরাসরি বিপরীত বহু মৌলিক ভুল তথ্য প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থে উপস্থিত থাকা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন **(QRF)** এ পর্যন্ত ইসলামের ৩৪টি মৌলিক বিষয় নিয়ে তাদের গবেষণা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেছে। প্রতিটি বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও Common sense এর তথ্য একরকম এবং প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের তথ্য অন্যরকম। বিষয়ভিত্তিক ঐ বইগুলোর নাম হলো-

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. রাসূল মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেনো আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেনো?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেনো?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের নীতিমালা (চলমানচিত্র)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেনো?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াত দ্বারা কবীরাহ গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা

২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড় গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করা মুসলিম জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কী?
৩৪. কুরআনের সরল অর্থ জানা ও সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামার, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব।

♥♥ উল্লিখিত তথ্যসমূহের আলোকে নিশ্চয়তাসহকারে বলা যায় বর্তমান ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের না হওয়ার মূল কারণ এটি নয় যে- ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণ এটি নিষেধ করেছেন বা তাঁরা এটির প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন নেই। এর মূল কারণ হলো শত্রুরা-

- ইসলামের প্রকৃত মণীষীদের রচিত ফিকাহগ্রন্থ প্রথমে নদীতে ফেলে দিয়ে, অগুনে পুড়িয়ে বা অন্যভাবে নষ্ট করে দিয়েছে
- তারপর প্রকৃত মণীষীদের নামে ফিকাহগ্রন্থ রচনা করেছে যেখানে প্রকৃত মণীষীদের কিছু তথ্য রেখেছে এবং অনেক মৌলিক ভুল তথ্য লিখে দিয়েছে
- অতঃপর প্রথম দিকের মণীষীদের রচিত ফিকাহগ্রন্থ সংস্করণ বের করা যাবে না কথাটি বানিয়ে নতুন করে রচিত ফিকাহগ্রন্থে লিখে রেখে ছড়িয়ে দিয়েছে।

শত্রুদের ষড়যন্ত্রের স্তরসমূহ

মো. এ, আর,খান এবং এ, জে, আব্দুল মোমেন কর্তৃক জ্ঞানকোষ প্রকাশনী থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত 'ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত এক ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডায়রি' নামের বই(Hakikatkitabevi ওয়েবসাইটে Confessions of a British spy নামে থাকা গ্রন্থের সারসংক্ষেপ) এবং দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় ০২.০৪.৯৮ খি. তারিখে প্রকাশিত 'বৃটেনের মাটির তলায় খৃষ্টানদের গোপন মাদ্রাসা' প্রতিবেদনে উল্লিখিত তথ্য থেকে জানা যায়- শত্রুরা, ইসলামের মূল শিক্ষায়া ভুল ঢুকিয়ে মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্যে হাজার হাজার গোয়েন্দা আলিম তৈরী করে। ঐ আলিম তৈরী করা হয়া দু'টি স্তরে-

- **প্রথম স্তর:** এ স্তরে গোয়েন্দা আলিম তৈরী করা হয় মুসলিম মণীষীদের সহচর্যে রেখে
- **দ্বিতীয় স্তর:** এ স্তরে গোয়েন্দা আলিম তৈরী করা হয় নিজ দেশে গোপন মাদ্রাসা বানিয়ে সেখানে ১ম স্তরে তৈরী করা গোয়েন্দা আলিমদের মাধ্যমে অমুসলিম শিশুদেরকে শিক্ষা দিয়ে।

এরপর ঐ গোয়েন্দা আলিমদেরকে হিজাজ (মক্কা-মদিনা), মিশর, ইরাক, ইস্তাম্বুল, ইরানসহ সকল মুসলিম দেশে পাঠিয়ে দেয়। গোয়েন্দারা আলিম হিসেবে মুসলিম দেশ, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে মাদ্রাসার শিক্ষক, মসজিদের খতিব, শিশুদের আরবী গৃহ শিক্ষক ইত্যাদি হিসেবে চাকুরী নেয়। গোয়েন্দা আলিমরা দু'ভাবে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে ভুল তথ্য তৈরি করে-

১. মুসলিম দেশ, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম বিশেষজ্ঞদের ধোঁকা দিয়ে কুরআন ও হাদীসের ভুল অর্থ বা ব্যাখ্যা করায়

২. নিজে বিষেশজ্ঞ সেজে ভুল অর্থ বা ব্যাখ্যা করে।

আল কুরআন ও হাদীসে এ তথ্যটি যেভাবে এসেছে-

আল কুরআন

মানব জাতির দুনিয়ার জীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য এবং মূল ষড়যন্ত্র সম্বলিত একটি জীবন্তিকা সকল আসমানি গ্রন্থে উপস্থিত আছে। বর্তমানে শুধু আল কুরআনে তা নির্ভুলভাবে উল্লেখ আছে। মানুষ যাতে সহজে বুঝতে পারে সে জন্য তথ্যগুলো জীবন্তিকার সংলাপ আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। জীবন্তিকাটি বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত তথ্য-

- **রচয়িতা:** মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'য়ালা
- **রচনা ও মঞ্চায়নের সময়কাল:** মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্বে
- **মঞ্চায়ন স্থান:** আল্লাহ তা'য়ালার শাহী দরবার এবং জান্নাত
- **মূল চরিত্রে অবদান রাখা সত্তা:** আল্লাহ তা'য়ালা
- **জীবন্তিকাটির অন্যান্য চরিত্রে যারা অবদান/ভূমিকা রেখেছেন:**
  ১. মানব জাতির পিতা- প্রথম মানুষ ও নবী আদম (আ.)
  ২. মানব জাতির মাতা- হাওয়া (আ.)
  ৩. আল্লাহর তা'য়ালার কর্মচারী- ফেরেশতাকুল
  ৪. সবচেয়ে বেশী ইবাদাতকারী জ্বিন
  ৫. মানব জাতির শত্রু(ষড়যন্ত্রকারী)- ইবলিস শয়তান।

জীবন্তিকাটির সংলাপের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো- দুনিয়াতে ইবলিস শয়তান (ও তার দোসররা) আল্লাহর কথা তথা আল্লাহর কিতাবের স্পষ্ট বক্তব্যের

ভুল ব্যাখ্যা করে মানব জাতিকে বিপথে নিয়ে যাবে। তথ্যটি সংলাপের মাধ্যমে যেভাবে জানানো হয়েছে-

আল্লাহ তা'য়ালার কথা

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

অনুবাদ: আর আমরা বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং সেখানে যা তোমাদের মন চায় তা তৃপ্তিসহকারে খাও; তবে ঐ গাছটির কাছেও যাবে না, তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

(বাকারা/২ : ৩৫)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-কে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়ে অত্যন্ত স্পষ্টকরে তাদের মন যা চায় তা তৃপ্তিসহকারে খেতে বললেন। তবে সুনির্দিষ্টভাবে একটি গাছের ফল খাওয়া দুরের কথা, কাছে যেতেও নিষেধ করলেন।

ইবলিস শয়তানের কথা (আল্লাহ কর্তৃক উপাস্থাপন করা)

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ..... وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ.

অনুবাদ: অতঃপর শয়তান তাদেরকে ষড়যন্ত্র কবলিত করলো ..... এবং বললো- তোমরা দুজনেই ফেরেশতা হয়ে যাবে কিংবা অমর হয়ে যাবে, তাই তোমাদের প্রতিপালক এ গাছ সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

(আল আ'রাফ/৭ : ২০)

ব্যাখ্যা: এ আয়াত থেকে জানা যায়- ইবলিস শয়তান আল্লাহ তা'য়ালার স্পষ্ট কথাকে উল্টোভাবে ব্যাখ্যা করে আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-এর নিকট উপাস্থাপন করলো। আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেললো।

জীবন্তিকাটির এ সংলাপের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে- পৃথিবীতে ইবলিস শয়তান ও তার দোসররা আল্লাহর কিতাবের (যার শেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন) স্পষ্ট বক্তব্য ভুলভাবে ব্যাখ্যা করবে। তারপর সে ব্যাখ্যার সাথে বিভিন্ন প্রলোভনমূলক কথা যোগ করে দিয়ে মানুষকে গ্রহণ করানোর চেষ্টা করবে।

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ العِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ. فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الأَنْصَارِيُّ: كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا القُرْآنَ فَوَاللهِ لَنَقْرَأَنَّهُ وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا . وَأَبْنَاءَنَا. فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ، إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ عِنْدَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ؟ قَالَ جُبَيْرٌ: فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ: صَدَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، إِنْ شِئْتَ لَأُحَدِّثَنَّكَ بِأَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ: الخُشُوعُ، يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا.

অনুবাদ: ইমাম তিরমিযী (রহ.), আবূ দারদা (রা.)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান থেকে শুনে তাঁর হাদীসগ্রন্থে লিখেছেন- আবূ দারদা (রা.) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে ছিলাম। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, **এই (এক) সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে (কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষাকে) ছিনিয়ে নেয়া হবে, এমনকি এ সম্পর্কে (কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সঠিক শিক্ষা অর্জন করার বিষয়ে) তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না।** যিয়াদ ইবন লাবীদ আল-আনসারী (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের নিকট হতে কিভাবে ইলম ছিনিয়ে নেয়া হবে? অথচ আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি। আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমরা তা তিলাওয়াত করব এবং আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদেরকেও শিখাবো। তিনি বললেন, হে যিয়াদ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, আমি তো তোমাকে মদীনার অন্যতম জ্ঞানী

ব্যক্তি বলেই গণ্য করতাম! দেখো, ইয়াহুদী-নাসারাদের কাছেও তওরাত ও ইনজীল রয়েছে, তা তাদের কী উপকারে আসছে? জুবাইর (রা.) বললেন, তারপর আমি 'উবাদা ইবনুস সামিত (রা.)-এর সাথে দেখা করে বললাম, আপনার ভাই আবূ দারদা (রা.) কি বলেছেন তা আপনি শুনতে পাননি? আবূ দারদা (রা.) যা বলেছেন, তা আমি তার নিকট বললাম। তিনি বলেন, আবূ দারদা (রা.) ঠিকই বলেছেন। তুমি চাইলে আমি তোমাকে একটি কথা বলতে পারি। ইলমের যে বস্তুটি সর্বপ্রথম মানুষের কাছ থেকে তুলে নেয়া হবে তা হল বিনয়। খুব শীঘ্রই তুমি কোনো জামে মসজিদে গিয়ে হয়তো দেখবে যে, একজন লোকও সেখানে বিনয়াবনত নয়।

- আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ আত-তিরমিযী, সুনানুত তিরমিযী, আবওয়াবুল ইলমি (জ্ঞান অধ্যায়), বাবু মা জা'আ ফী যিহাবিল ইলম (জ্ঞান উঠে যাওয়া প্রসঙ্গে পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৬৫৩, পৃ. ৪৭০।

ব্যাখ্যা: হাদীসখানির শেষে থাকা রাসূল (স.)-এর বক্তব্য, 'দেখো, ইয়াহুদী-নাসারাদের কাছেও তওরাত ও ইনজীল রয়েছে, তা তাদের কী উপকারে আসছে?' থেকে বুঝা যায় কুরআনের আরবী আয়াত অবিকৃত থাকবে। কিন্তু তার শিক্ষা হারিয়ে যাবে। তাই, হাদীসখানির অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা হবে-

'এই (এক) সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেয়া হবে' অংশের ব্যাখ্যা- এক সময়ে ষড়যন্ত্রকারীরা কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা থেকে মুসলিমদের সরিয়ে দিবে।

এমনকি এ সম্পর্কে তাদের কোনো ক্ষমতা থাকবে না' অংশের ব্যাখ্যা- ষড়যন্ত্রকারীরা কুরআনে উল্লেখ থাকা জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য উৎসের তালিকা এবং সে উৎসসমুহ ব্যবহারের নীতিমালা এমনভাবে পরিবর্তিত করে দিবে যে- মুসলিমদের কুরআন পড়েও কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা লাভ করার কোনো ক্ষমতা থাকবে না।

♣♣ 'ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত এক ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডায়রি' বই এবং 'বৃটেনের মাটির তলায় খৃষ্টানদের গোপন মাদ্রাসা' প্রতিবেদন থেকে এটিও জানা যায় যে- গোয়েন্দা আলিমরা, মুসলমানদের সাথে মিলেমেশে মাদ্রাসা তৈরি করে এবং মাদ্রাসার গুরুত্বপূর্ণ পোস্টগুলো দখল করে। এ তথ্যসমূহের সাথে প্রচলিত ফিকাহ শাস্ত্র, প্রচলিত হাদীস শাস্ত্র ও বর্তমান মুসলিমদের জ্ঞান ও আমল মিলালে বুঝা যায়, নয়টি স্তরে কাজ করে গোয়েন্দারা তাদের মিশন সম্পন্ন করে। স্তর নয়টি হলো-

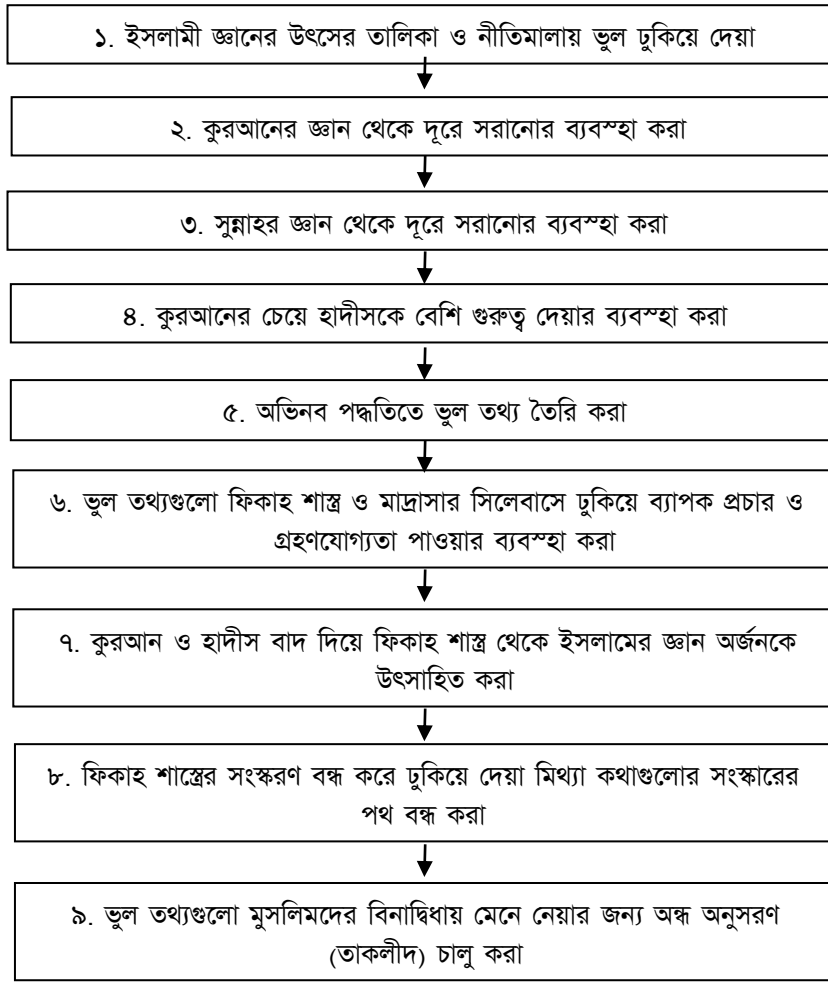

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে, ‘যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকানো হয়েছে’ নামক বইটিতে।

নির্ভুলতার দৃষ্টিকোন থেকে প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থে উপস্থিত থাকা তথ্যসমূহের শ্রেণীবিভাগ

নির্ভুলতার দৃষ্টিকোন থেকে প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থে উপস্থিত থাকা তথ্যসমূহ তিনভাগে বিভক্ত-

১. অনেক তথ্য সঠিক
২. শত্রুদের কর্তৃক ঢোকানো অনেক মৌলিক ভুল তথ্য
৩. সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে ইসলামের প্রকৃত মণীষীদের কুরআন বা সুন্নাহর অর্থ বা ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণে লেখা ভুল তথ্য।

সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে ইসলামের প্রকৃত মণীষীদের কুরআন বা সুন্নাহর অর্থ বা ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণে বলা ভুল তথ্যের কয়েকটি উদাহরণ

উদাহরণ-১

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ .

প্রচলিত অর্থ: যিনি জমাটবাঁধা রক্ত থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

(আলাক/৯৬: ২)

এ অর্থের পর্যালোচনা: 'আলাক' শব্দের কয়েকটি অর্থের মধ্যে একটি হলো জমাটবাঁধা রক্ত। সকল প্রাচীন তাফসীরকারক আলাক শব্দের অর্থ জমাটবাঁধা রক্ত ধরেই এ আয়াতের উল্লিখিত অর্থ করেছেন। কিন্তু জমাটবাঁধা রক্ত হলো মৃত জিনিস। তাই মানুষ জমাট বাধা রক্ত থেকে সৃষ্টি হয়েছে কথাটি সঠিক নয়। একজন চিকিৎস বা মেডিকেল ছাত্র এ অর্থ দেখলে কুরআনে ভুল তথ্য আছে মনে করতে পারে এবং এতে কুরআনের প্রতি তার বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

কৃত অর্থ: 'আলাক' শব্দের একটি অর্থ হলো কোনো স্থান থেকে ঝুলে থাকা বস্তু। মায়ের পেটে প্রথম দিকে ভ্রুণকে কোনো স্থান থেকে ঝুলে থাকা বস্তুর ন্যায় দেখা যায়। ছবি দেখুন-

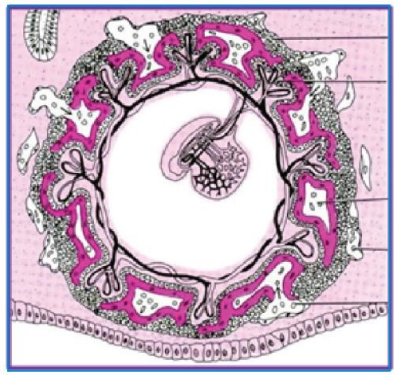

তাই এ আয়াতের প্রকৃত অর্থ হবে 'তিনি মানুষকে এমন জিনিস থেকে সৃষ্টি করেছেন যা (মায়ের পেটে প্রথম দিকে) কোনো স্থান থেকে ঝুলে থাকা বস্তুর ন্যায় দেখা যায়'। একজন ডাক্তার বা মেডিকেল ছাত্র এ অর্থ দেখলে তার কুরআনের নির্ভুলতার প্রতি বিশ্বাস বা কুরআন যে আল্লাহর কিতাব সে বিশ্বাস আরো দৃঢ় হবে। কারণ, যে সময়ে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তখন মানুষের এ বিষয়ে কোনো ধারণাই ছিল না। এক্সরে ও আলট্রাসোগ্রাফি আবিষ্কার হওয়ার পর মাত্র কয়েক বছর পূর্বে মানব সভ্যতা এ তথ্য জানতে পেরেছে। তাই প্রাচীন তাফসীর কারকগণ ইচ্ছাকৃতভাবে এ ভুল করেননি। মানবসভ্যতার জ্ঞানের অভাবের কারণে তাদের এ ভুলটি হয়েছে।

উদাহরণ-২

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

সরল অনুবাদ: কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে (পূর্বে ধারণকৃত ভিডিও রেকর্ডারের মাধ্যমে) সে তা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে (পূর্বে ধারণকৃত ভিডিও রেকর্ডারের মাধ্যমে) সে তা দেখতে পাবে।

(যিলযাল/৯৯: ৬, ৭)

আয়াত খানির অসতর্ক ব্যাখ্যা এবং তার আলোকে নেয়া সিদ্ধান্ত:
ইমাম নাসাফী ৪৬১ হিজরীতে ইরাকের নাসাফ নামক স্থানে জন্মগ্রহন এবং ৫৩৭ হিজরী সন (৭৭ বৎসর বয়সে) এন্তেকাল করেন। তিনি এ আয়াত

দু'খানির যে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সে ব্যাখ্যার আলোকে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, উপস্হাপনা সাবলিল করার জন্য তা সামান্য সম্পাদনাসহ নিম্নরূপ-

ব্যাখ্যা: বিন্দু পরিমাণ সৎকাজ করা থাকলে পুরস্কার দেয়ার মাধ্যমে মু'মিন ব্যক্তিকে পরকালে তা দেখানো হবে এবং বিন্দু পরিমাণ অসৎকাজ করা থাকলেও শাস্তি দেয়ার মাধ্যমে তাকে তা দেখানো হবে।

সিদ্ধান্ত: গুনাহগার মুমিনকে তার কৃত পাপকাজ দেখানোর জন্য প্রথমে দোযখে নেয়া হবে। অত:পর কৃত সৎকাজ দেখানোর জন্য দোযখ থেকে বের করে বেহেশতে নেয়া হবে। এটিই হলো কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মুমিনের চিরকাল দোযখে না থাকার বিষয়ে কুরআনের দলিল!
(আকাইদুন নাসাফীয়াহ, আল-বারাকা প্রিন্টার্স, প্রকাশক মুহাম্মাদ বিন আমিন, পৃষ্ঠা-১২৭; মাদ্রাসার পাঠ্য বই)

এ সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা : ইমাম নাসাফীর নেয়া এ সিদ্ধান্ত কুরআন এবং বেশ কয়েকটি সহীহ হাদীসেসম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, 'মহান আল্লাহ যাদের বিচার করে দোযখে পাঠিয়ে দিবেন তাদের চিরকাল সেখানে থাকতে হবে'। তাই ইমাম নাসাফীর এ সিদ্ধান্ত সঠিক হয়নি। তবে তিনি এ ভুল ইচ্ছাকৃতভাবে করেননি। মানব সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতা এর কারণ। আর সে দুর্বলতা হলো ভিডিও ক্যামেরার জ্ঞান তথা কোনো কাজ রেকর্ড করে রেখে পুনরায় দেখানো সম্ভব এ জ্ঞান না থাকা। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে, 'কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কী?' নামের বইটিতে।

আয়াত দু'খানির সঠিক ব্যাখ্যা: ফেরেশতাগণ মানুষের ছোট বা বড় সকল কাজের ভিডিও বা আরো উন্নত মানের রেকর্ড করে কম্পিউটার বা আরো উন্নত মানের যন্ত্রের মেমোরিতে রেখে দিচ্ছেন। শেষ বিচারের দিন ব্যক্তি মানুষের বিচারের সময় ফেরেশতাগণ, তথ্য-প্রমাণ হিসেবে ঐ রেকর্ড উপস্হাপন করবেন। আর মাহান আল্লাহ এর মাধ্যমে বিচার কার্য সমাধান করবেন।

উদাহরণ-৩

هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ.

অনুবাদ: তিনিই তোমাদের মাটি থেকে (মাটির মৌলিক উপাদান থেকে) সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর (মৃত্যুর) একটি (অনির্দিষ্ট বা পরিবর্তনশীল) সময় নির্ধারণ করেছেন; আর (মৃত্যুর) একটি সুনির্দিষ্ট (অপরিবর্তনীয়) সময় তার নিকট নির্ধারিত রয়েছে; এরপরও তোমরা সন্দেহ করো?

(আনআম/৬ : ২)

অসতর্ক ব্যাখ্য: সকল তাফসীরকারক আয়াতে উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট মেয়াদকে 'কিয়ামত' বলেছেন। কিন্তু এটি সঠিক নয়। এ ভুল ব্যাখ্যার কারণ হলো- বয়োবৃদ্ধির (Ageing process) নিয়ম অনুযায়ী মানুষের বয়সের নির্দিষ্ট একটি শেষ সময় আছে যা কেউ অতিক্রম করতে পারবে না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এ তথ্য তাফসীরকারীগণের জানা না থাকা। আর এর কারণে মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে একটি ভুল ধারণা প্রায় সকল মানুষের মধ্য বিদ্যমান।

প্রকৃত ব্যাখ্যা: তিনিই তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অত:পর জীবনের অসংখ্য অনির্দিষ্ট মেয়াদ স্থির করেছেন। ঐ মেয়াদ বা সময়ে, বিভিন্ন অনুঘটকের (রোগের ধরণ, চিকিৎসার ধরণ, বয়স, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, ডাক্তার, ঔষধ ও হাসপাতালের মান ইত্যাদির) উপর ভিত্তি করে মানুষের মৃত্যু হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। আর বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী মানুষের বয়সের নির্দিষ্ট একটি শেষ সময় আছে,যেখানে পৌঁছালে ব্যক্তির মৃত্যু হবেই।

প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করার গুরুত্ব?

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থে অনেক মৌলিক ভুল তথ্য আছে। ঐ মৌলিক ভুল তথ্যগুলোর-

- অধিকাংশ হলো, ইসলামের প্রকৃত মণীষীদের লেখা গ্রন্থ থেকে সঠিক বক্তব্য বাদ দিয়ে গোয়েন্দা মণীষীদের লিখে দেয়া কথা
- কিছু হলো সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে প্রকৃত মণীষীদের কুরআন (ও সুন্নাহর) বক্তব্য বুঝতে না পারার কারণে লেখা ভুল তথ্য

ঐ মৌলিক ভুল তথ্যগুলোই হলো মুসলিম জাতির বর্তমান দুরাবস্থার মূল কারণ। সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হলো সারা বিশ্বের ইসলামী শিক্ষালয়গুলো থেকে কোটি কোটি ছাত্র ঐ মৌলিক ভুল তথ্যগুলো সঠিক বলে শিখে নিচ্ছে, সেগুলোর উপর আমল করছে এবং নিজেদের ঈমানী দায়ীত্ব মনে করে তা প্রচার করছে। তাই এটি, মুসলিম জাতির জন্য শুদু অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এটি জাতির জীবন মৃত্যুর বিষয়। আর এটি মানব সভ্যতার জন্যও অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়। কারণ-

- কুরআন মানব সভ্যতার কিতাব
- এটিতে মানব সভ্যতার অপরিসীম ক্ষতি হচ্ছে।

ইবলিস শয়তান ও তার দোসররা কুরআনের আরবী আয়াতে ভুল ঢোকাতে পারেনি এবং ভবিষ্যতে পারবেও না। কারণ, কুরআনের আরবী আয়াতে কেউ যেন ভুল ঢোকাতে না পারে সে দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা নিজে নিয়েছেন। ইবলিসের দোসররা লক্ষ লক্ষ জাল হাদীস তৈরি করে রাসূল (স.)-এর হাদীস

বলে চালিয়ে দিয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ ইসলামের মণীষীগণ ঐ জাল হাদীস থেকে বাছাই করে সনদ সহীহ হাদীসের তালিকা তৈরি করে দিয়েছেন। তবে সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের তালিকা এখনো বের হয়নি। তাই, মুসলিম জাতিকে যতশীঘ্র সম্ভব সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের তালিকা বের করতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন এ বিষয় নিয়ে কাজ করছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের প্রথম খণ্ড বের হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

এ পর্যন্তকার আলোচনা থেকে আমরা যা জেনিছি তা হলো-

১. কুরআন, হাদীস ও Common sense অনুযায়ী, ফিকাহগ্রন্থ প্রণয়ন করা সিদ্ধ
২. কুরআন, হাদীস ও Common sense অনুযায়ী, প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব প্রয়োজন
৩. ফিকাহগ্রন্থের কোনো প্রকৃত সংস্করণ আজ পর্যন্ত বের হয়নি
৪. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থে অনেকে মৌলিক ভুল তথ্য আছে
৫. সারা বিশ্বের ইসলামী শিক্ষালয়গুলো থেকে কোটি কোটি ছাত্র ঐ মৌলিক ভুল তথ্যগুলো সঠিক বলে শিখছে, সেগুলোর উপর আমল করছে এবং নিজেদের ঈমানী দায়ীত্ব মনে করে তা প্রচার করছে।

তাই, উম্মাহ ও মানবতার প্রতি দরদি মুসলিমদেরকে, মুসলিম জাতির জীবন মৃত্যুর বিষয় মনে করে, প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। আর কয়েক বছর পর পর ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করার প্রথা চালু করতে হবে। সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায়, কুরআন ও সুন্নাহ সরাসরি অধ্যায়ন করে জীবন সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। শুধুমাত্র প্রয়োজনী স্থানে ফিকাহগ্রন্থের সাহায্য নিতে হবে।

শেষ কথা

পুস্তিকায় উপস্থাপিত তথ্যসমূহ জানার পর আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন যে, প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা, মুসলিম জাতির জীবন মৃত্যুর বিষয়। আর বিশ্বমানবতার জন্যও তা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

মুসলিম বিশ্বে যারা এ কাজ করার অবস্থানে আছেন তাদের কাছে কাজটি করার জন্য আমাদের একান্ত আবেদন রইল। আর এটি তাঁদের বিরাট এক দায়ীত্ব। এটি করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা না করলে তাঁরা পরকালে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পাবেন বলে আমার মনে হয় না।

ভুল-ত্রুটি ধরে দেয়া শ্রদ্ধেয় পাঠকদের ঈমানী দায়ীত্ব। আর সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো আমার ঈমানী দায়ীত্ব। আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আমিন! ছুম্মা আমিন!!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহঃ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. রাসূল মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেনো আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেনো?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেনো?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের নীতিমালা (চলমানচিত্র)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেনো?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াত দ্বারা কবীরাহ গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড় গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা মুসলিম জাতির জীবন মৃত্যুর বিষয় নয় কী?
৩৪. কুরআনের সরল অর্থ জানা ও সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামার, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. শতবার্তা
(পকেট কনিকা, যাতে আছে উপরোল্লিখিত ৩৪টি বইয়ের মূল শিক্ষাসমূহ)
৪. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৫. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থানঃ

- ❑ কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
  ১১,শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন: ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

- ❑ দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন: ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরীগুলোতে পাওয়া যায়-

ঢাকা

- ❑ **প্রফেসর'স বুক কর্ণার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,
  মোবা: ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- ❑ **প্রফেসর'স পাবলিকেশন'স**, বাংলাবাজার, ঢাকা
  মোবাইল: ০১৭১১১৮৫৮৬
- ❑ **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
  মোবাইল: ০১৬৭৪৯১৬৬২৮
- ❑ **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার,
  মোবা: ০১৭২৮১১২২০০
- ❑ **কাটাবন বুক কর্ণার,** কাটাবন মোড়, শাহাবাগ, মোবা: ০১৯১৮৮০০৮৪৯
- ❑ **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০,
  ঢাকা, মোবা: ০১৭১১২৬২৫৯৬
- ❑ **Good World লাইব্রেরী,** ৪০৭/এ খিলগাও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯
  মোবাইল: ০১৮৭৩১৫৯২০৪
- ❑ **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড ষ্টেশনারি**, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা), সেক্টর-৭,
  উত্তরা, ঢাকা, মোবা: ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮
- ❑ **সালেহীন প্রকাশনী** ১৪-এ/৫, শহীদ সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা,
  মোবা: ০১৭২৪৭৬৬৬৩৫
- ❑ **সানজানা লাইব্রেরী** ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
  মোবা: ০১৮২৯৯৯৩৫১২
- ❑ **আল ফারুক লাইব্রেরী,** হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী,
  মোবা: ০১৭২৩২৩৩৩৪৩
- ❑ **মিল্লাত লাইব্রেরী,** তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর
  মোবাইল: ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬

- ❑ **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়নগঞ্জ
  মোবা: ০১৯১৫০১৯০৫৬
- ❑ **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, মোবাইল: ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
- ❑ **বিশ্বাস লাইব্রেরী,** ৮/৯ বনশ্রী (মসজিদ মার্কেট) আইডিয়াল স্কুলের পাশে
- ❑ **এমদাদিয়া লাইব্রেরী**, বাইতুল মোকাররম দক্ষিন গেইট, গুলিস্থান, ঢাকা
  মোবাইল:০১৭৮৭৭২০৮০৯
- ❑ **ইনসাফ লাইব্রেরী এ্যান্ড জেনারেল স্টোর**, আইডিয়াল স্কুল লেন, যাত্রাবাড়ী
  মোবাইল:০১৬৭৩৪৯৪৯১৯
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ষ্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল:০১৯১৩১৮৮৯০২

চট্টগ্রাম

- ❑ **আজাদ বুকস্,** ১৯ শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
  মোবা: ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩
- ❑ **ফয়েজ বুকস্,** শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম,
  মোবা: ০১৮১৪৪৬৬৭৭২, ০১৮৬৪৪৬৯১৭৭
- ❑ **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া**, মিজান রোড, ফেনী
  মোবাইল: ০১৮১৯৬০৭১৭০
- ❑ **ফয়জিয়া লাইব্রেরী**, সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা
  মোবাইল: ০১৭১৫৯৮৮৯০৯
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা,
  মোবাইল: ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- ❑ **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী**, ষ্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী,
  মোবাইল: ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- ❑ **আল বারাকা লাইব্রেরী**, চকবাজার,লক্ষ্মীপুর, মোবাইল: ০১৭১৫৪১৫৮৯৪
- ❑ **তাজমহল লাইব্রেরী**, জে.এম সেনগুপ্ত রোড, (কালিবাড়ী মোড়ের পূর্ব পার্শ্বে),
  চাঁদপুর, মোবাইল: ০১৭১৫৮৯৬৮২২, ০১৯৭৯৮৩৪৭০৮
- ❑ **মোহাম্মদীয় লাইব্রেরী**, জে.এম সেনগুপ্ত রোড, (বিদ্যুৎ অফিসের পার্শ্বে), চাঁদপুর
  মোবাইল: ০১৮১৩৫১১১৯৪

খুলনা

- ❑ **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা
  মোবাইল: ০১৭১১-২১৭২৮৮
- ❑ **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা
  মোবাইল: ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- ❑ **হেলাল বুক ডিপো**, ভৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর
  মোবাইল: ০১৭১১-৩২৪৭৮২

- ❑ **এটসেটেরা বুক ব্যাংক,** মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ
  মোবা: ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯
- ❑ **আরাফাত লাইব্রেরী**, মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া
  মোবাইল: ০১৭১২-০৬৩২১৮
- ❑ **আশরাফিয়া লাইব্রেরী**, এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট,
  মাগুরা। মোবাইল: ০১৯১১৬০৫২১৪

সিলেট

- ❑ **বুক হিল,** রাজা ম্যানশন, নিচতলা, জিন্দা বাজার, ঢাকা,
  মোবাইল: ০১৯৩৭৭০০৩১৭
- ❑ **সুলতানিয়া লাইব্রেরী**, টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭৮০৮৩১২০৯
- ❑ **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ,
  মোবাইল: ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- ❑ **কুদরতিয়া লাইব্রেরী**, সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার, মৌলভীবাজার,
  মোবা: ০১৭১৬৭৪৯৮০০

রাজশাহী

- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী,
  মোবা: ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- ❑ **আদর্শ লাইব্রেরী**, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা: ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
- ❑ **আল হামরা লাইব্রেরী**, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা: ০১৭১২৮৩৩৫৭৩
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর
  মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- ❑ **আল বারাকাহ লাইব্রেরী,** বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, মোবাইল:০১৭৯৩-২০৩৬৫২

রংপুর

- ❑ **মিতা প্রকাশনী,** শাহী মসজিদের পার্শ্বে, ষ্টেশন রোড, রংপুর,
  মোবাইল:০১৭১৬৩০৪৯৬০